



একটাই লক্ষ্য



হতে হবে দক্ষ



প্রজ্ঞাপত্রিকা

ওরিয়েন্টেশন & অভিভাবক দিবস-২০২৩



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



বাণী

বর্তমান যুগ, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তির দ্বারা নব নব আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বকে শিকর হতে শিখরে উন্নীত করেছে। ফলে বর্তমান বিশ্বে কারিগরি শিক্ষার অবদান অনবদীকার্য। ময়মনসিংহ বিভাগের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম, ব্যতিক্রমধর্মী ও সময়োপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবীদার। এই দাবীকে সামনে রেখে “একটাই লক্ষ্য, হতে হবে দক্ষ” শ্লোগানকে বাস্তবায়ন করতে প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানটি দক্ষ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে চলেছে সমাজ, দেশ তথা জাতির পডাকাকে বিশ্বের বুকে চির সমুন্নত রাখতে।

বর্তমান সরকার সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা-নারিদ্রমুক্ত বৈষম্যহীন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিলম্বিত ভিশন-২০২১ পরিকল্পনা সফল করে। ফলশ্রুতিতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগামী ২০৩০ সালে কারিগরি শিক্ষার হার ৩০% এবং এসভিসি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০৪০ সালে ৫০% এ উন্নীত করা হবে। কারিগরি শিক্ষা প্রদর্শে বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ যুবসমাজ জনশক্তিতে পরিণত হবে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনবল আন্তর্কর্ষস্থান সৃষ্টি করবে; যা ইন্তার্নিট নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নিযুক্ত হবে। ফলে ২০৪১ সালে এ দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবে।

বিশ্বায়নের এই যুগে যখন সমগ্র বিশ্ব সীমানাহীন মুক্তবাজারে পরিণত হয়েছে, ঠিক সেই স্তর যুগেই কারিগরি শিক্ষার প্রসারে দক্ষ জনবল গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখে বিশ্বের চলার ছন্দে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বৃদ্ধিপরিকর। দক্ষ, যোগ্য, মেধাবী শিক্ষক-কর্মচারীদের সমন্বয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবহারিক-বৃত্তিমূলক ও কর্মমুখী শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত করে চলেছে। এই মর্মে বাংলাদেশ সরকার কারিগরি শিক্ষায় মেধা বৃত্তি প্রদানসহ নানাবিধ সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

আনুর্ন, আমরা বুগের দাবীকে পূরণ করতে, দেশ-জাতিকে উন্নত করতে, নবাগত তরুণ প্রজন্মকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলি। এই দক্ষ জনবল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে বাংলার মানচিত্রকে চির সমৃদ্ধ করবে।

পরিশেষে নবাগত ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জানাই অভিনন্দন। কাজিত লক্ষ্যে পৌঁছার অভিম্রায়কে সামনে রেখে তোমাদের সর্বসীন কক্ষ্যাপ ও সফলতা কামনা করছি।


মোঃ শওকত হোসেন

অধ্যক্ষ (অতি: দায়িত্ব)
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ





অফিসে কর্মরত অধ্যক্ষ মহোদয়

জীবন ও সময় হলো
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।
জীবন শেখায় সময়কে
সঠিকভাবে ব্যবহার করতে
আর সময় শেখায় জীবনের মূল্য দিতে।
- এ পি জে আব্দুল কালাম



প্রসপেক্টাস



টেকনোলজি ও বিভাগ ভিত্তিক পরিচিতি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

সিভিল টেকনোলজি (১ম শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌশলী মোহাম্মদ আমসেদুল আলম
চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (সিভিল)



প্রকৌশলী নূসের্ন মাখ সরকার
চিফ ইন্সট্রাক্টর (সিভিল)



মোঃ মনজিল হোসান
প্রকৌশলী শিক্ষক (সিভিল)



মোঃ আবু হানিফ
প্রকৌশলী শিক্ষক (সিভিল)



মোঃ কাউছার রাকিব
প্রকৌশলী শিক্ষক (সিভিল)



মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
প্রকৌশলী শিক্ষক (সিভিল)

কর্মরত ড্রাফট ইন্সট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



সুব্রত কুমার কর্মকার
ড্রাফট ম্যান



মোঃ মশিউর রহমান
ড্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সংশ) সিভিল



মোঃ শহিদুল ইসলাম
ড্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টি.আর) সিভিল



দুলেনা বেগম
ড্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সংশ) সিভিল



বিধু চ্যুপ মহমুদার
ড্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টি.আর) সিভিল



মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ড্রাফট ইন্সট্রাক্টর (টি.আর) সিভিল



মোঃ শাহজাহান কবীর
ড্রাফট ইন্সট্রাক্টর (সংশ) সিভিল



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



প্রসপেক্টাস



মোঃ বিলাস উদ্দিন
ক্রমকট ইনস্ট্রাক্টর (টি,আর) সিনিয়র



মোঃ বাদল মিয়া
অফিস সহায়ক (সিনিয়র) উচ্চ শিক্ষা



সিনিয়র টেকনোলজি (২য় শিফট)

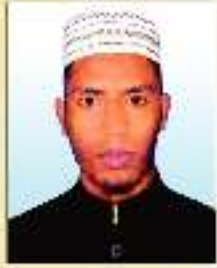
কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌশলী মোঃ সাহয়ুদ্দীন মবী শামীম
টিফ ইনস্ট্রাক্টর ও বিজ্ঞান প্রধান (সিনিয়র)



প্রকৌশলী সাবিনা শাহনাজ
ইনস্ট্রাক্টর (সিনিয়র) স্টেশন



মোঃ নাজমুল ইসলাম হুসৈন
বর্তমান শিক্ষক (সিনিয়র)



সাহিব মিয়া
বর্তমান শিক্ষক (সিনিয়র)



ফারুকুর রহমান শাজিদ
বর্তমান শিক্ষক (সিনিয়র)



অজার চন্দ্র বার
বর্তমান শিক্ষক (সিনিয়র)

কর্মরত ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



মোছাঃ রেহানা আজর
ক্রমকট ইনস্ট্রাক্টর (টি,আর) সিনিয়র



শেখ মোঃ শামীম
ক্রমকট ইনস্ট্রাক্টর (টি,আর) সিনিয়র



মোঃ নূরুল আলম
ক্রমকট ইনস্ট্রাক্টর (টি,আর) সিনিয়র



মোঃমুহম্মদ মিজানুর রহমান
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি,আর) সিনিয়র



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

প্রসপেক্টাস



মোঃ শফিকুল ইসলাম
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) পিহিল



সৈয়দা নুরে আন্নাভ
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) পিহিল



ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি (১ম শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌ. মোঃ আব্দুল হাই
চিফ ইনস্ট্রাক্টর ও বিকল্পীয় প্রধান
(ইলেকট্রিক্যাল)



প্রকৌ. মোঃ মোশাররফ হোসেন
ব্যবস্থাপনা সুপার (ইলেকট্রিক্যাল)



প্রকৌ. শেখ মোঃ সাজ্জাদুল আনোয়ার
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)



প্রকৌ. পরিমল চন্দ্র ক্ষত্রিয়
সুপারভাইজর ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)



বিয়ানা আফরিন
বহুতালীম শিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল)



মোঃ আরু সুফিয়ান
বহুতালীম শিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল)



সিরাজুল ইসলাম
বহুতালীম শিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল)

কর্মরত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



রাশেদা খাতুন
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) ইলেকট্রিক্যাল



মোঃ রোকনুদ্দামান
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ) ইলেকট্রিক্যাল



মোঃ সানা উদ্দাহ
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ) ইলেকট্রিক্যাল



শেখ মোঃ আমিনুল ইসলাম
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) ইলেকট্রিক্যাল



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



প্রসপেক্টাস



এবিএম আবু সাঈদ
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) ইলেকট্রিক্যাল



মনিরা বেগম
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) ইলেকট্রিক্যাল



মিছানুর রহমান
অফিস সহায়ক
(ইলেকট্রিক্যাল) উচ্চ শিক্ষা



ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি (২য় শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রফেসর শাহজাহান কবীর
চিফ ইনস্ট্রাক্টর ও বিদ্যালয় প্রধান
(ইলেকট্রিক্যাল)



প্রফেসর নিপুল চন্দ্র কর্মকার
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)



প্রফেসর ফাহমিদা ইসলাম
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)



প্রফেসর মোঃ আব্দুর রহমান
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)



ডাঃ তাহসিন আহান্না খান
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) স্টেশ



ডাঃ ফারুক খান
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)



ডাঃ রাকিব মিয়া
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)



ডাঃ মেহেদী হাসান
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)

কর্মরত ড্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



ডাঃ রেহানা পারভীন বান্না
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.সি.আর) ইলেকট্রিক্যাল



ডাঃ মোঃ আহসান উল্লাহ
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) ইলেকট্রিক্যাল



ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.সি.আর) ইলেকট্রিক্যাল



ডাঃ খালিদ হাসান সিকেন
স্নাকট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) ইলেকট্রিক্যাল



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



প্রসপেক্টাস



মেকানিক্যাল টেকনোলজি (১ম শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



ডক্টর. মোহাম্মদ কারুদ হোসেন ভূঁইয়া
চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (মেকানিক্যাল)



ডক্টর. বিপ্লব কুমার সরকার
ইনস্ট্রাক্টর (মেকানিক্যাল)



ডক্টর. শনী আরিফুল ইসলাম
এস.সি.সি. সুপার (মেকানিক্যাল)



মোঃ শাহাদাত কাউসার পান্নেল
সহকারী শিক্ষক (মেকানিক্যাল)



মোঃ মাহাবুব হাসান
সহকারী শিক্ষক (মেকানিক্যাল)

কর্মরত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



মোঃ আশিক মিয়া
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



অলী আহমেদ
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি,আর) মেকানিক্যাল



মোঃ আব্দুল মতিন
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি,আর) মেকানিক্যাল



শফিকুল ইসলাম
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



মোঃ মোস্তাফির বিল্লাহ হিমেদ
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি,আর) মেকানিক্যাল



শাহনাজ সুলতানা
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



মোঃ আনবীর আহমেদ নাইম
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



প্রসপেক্টাস



মোঃ রিপন হাসান রুবেল
ক্রফট ইন্সট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



মোঃ আনারুল হক
অফিস সহায়ক (সেকেন্ডারি) উচ্চ বিদ্যে



মেকানিক্যাল টেকনোলজি (২য় শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌ. মুহাম্মদ সাদাত উল্লাহ
ওয়ার্কশপ সুপার ও
বিভাগীয় প্রধান (মেকানিক্যাল)



প্রকৌ. মেহেদী হাসান
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মেকানিক্যাল)



প্রকৌ. হাফিবা গাফহার
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মেকানিক্যাল)



প্রকৌ. মোঃ মাহমুদুল হাসান
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মেকানিক্যাল) স্টেশ



মোঃ মাহাবুবুর রশখান শিঙ্গ
বঙ্গবানী শিক্ষক (মেকানিক্যাল)



মোছঃ সুরাইয়া খাতুন
বঙ্গবানী শিক্ষক (মেকানিক্যাল)

কর্মরত ক্রফট ইন্সট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



এ কে এম মাহাবুব আল নূর
ক্রফট ইন্সট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



মোহাম্মদ মাসুদুল আলম
ক্রফট ইন্সট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



শহিদুল ইসলাম
ক্রফট ইন্সট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



শ্যামল চন্দ্র সরকার
ক্রফট ইন্সট্রাক্টর (সংশ) মেকানিক্যাল



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

প্রসপেক্টাস



মোঃ আব্দুল শাহরিয়ার
ক্রমকট ইনস্ট্রুমেন্ট (টি.আর) মেকানিক্যাল



মোঃ আলমগীর হোসাইন
ক্রমকট ইনস্ট্রুমেন্ট (টি.আর) মেকানিক্যাল



আশরাফুন্নাহার
ক্রমকট ইনস্ট্রুমেন্ট (স.প) মেকানিক্যাল



আবির হাসান সবুজ
ক্রমকট ইনস্ট্রুমেন্ট (টি.আর) মেকানিক্যাল



পাওয়ার টেকনোলজি (১ম শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



শ্রী. মোঃ সাফিউদ্দিন
চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিদ্যালয় প্রধান (পাওয়ার)



শ্রী. মোঃ আল আমীন
ইন্সট্রাক্টর (পাওয়ার)



শ্রী. মোঃ আবু ব্রাহ্মান
হিস্ট্রি ইন্সট্রাক্টর (পাওয়ার)



সোনিয়া নূর
বক্তৃৎকারী শিক্ষক (পাওয়ার)

কর্মরত ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



মোঃ ইউসুফ আলী
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) পাওয়ার



শাখাওয়ারত হোসেন
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) পাওয়ার



সামিয়া রাফী
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (স.প) পাওয়ার



নূরনূর খান
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) পাওয়ার



মোঃ বাবুল মিয়া
ড্রাইভার



মোঃ শামীম আহমেদ
ড্রাইভার



মোঃ আনোয়ার হোসেন
অফিস সহায়ক (পাওয়ার), উচ্চ পিকট



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ





পাওয়ার টেকনোলজি (২য় শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌ. মোহাম্মদ মাসুদুল ইসলাম
চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (পাওয়ার)



প্রকৌ. মানিক মিয়া
ইনস্ট্রাক্টর (পাওয়ার)



প্রকৌ. মোঃ আমজাদ হোসেন
সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (পাওয়ার) স্টেপ



মেয়রিনা আক্তার
বর্তমান শিক্ষক (পাওয়ার)

কর্মরত ফ্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



মোঃ শফিকুল ইসলাম
ফ্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.সি.সি) পাওয়ার



মোঃ নূরুল ইব্রাহিম কর্কির
ফ্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সিপি) পাওয়ার



মোহাম্মদ সোহাগ হোসেন
ফ্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সিপি) পাওয়ার



ফাউন্ডার আহমেদ
ফ্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সিপি) আরএসি



ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি (১ম শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌশলী মোঃ শামসুল হক
চিফ ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রনিক্স)



প্রকৌ. মোঃ কিব্রিাল হোসেন
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স)



প্রকৌ. আফরোজা সুলতানা
ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স) স্টেপ



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

প্রসপেক্টাস



কাজী মুহিতুদ্দিন
বর্তমান শিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)



মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
বর্তমান শিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)



ছাব্বাতুল মারজিয়া
বর্তমান শিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)



মোঃ সাইদুল ইসলাম
বর্তমান শিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)

কর্মরত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



মুহিবুল হক
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) ইলেকট্রনিক্স



মোঃ আব্দুল হালিম
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) ইলেকট্রনিক্স



মোঃ মাহবুবুল হাসান
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) ইলেকট্রনিক্স



কানিজ ফাতেমা
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) ইলেকট্রনিক্স



আবু তালিব
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সশ) ইলেকট্রনিক্স



এ.এস.এম. মিজানুর রহমান
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সশ) ইলেকট্রনিক্স



তাহমিনা আক্তার
অফিস সহায়ক (ইলেকট্রনিক্স) উত্তর শিকট



ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি (২য় শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
চিফ ইনস্ট্রাক্টর ও
বিভাগীয় প্রধান (ইলেকট্রনিক্স)



রুয়েন তানুকদার
সহকারী শিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)



মৌ রাশী দর
বর্তমান শিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)



মোঃ শামসুদ্দিন
সহকারী শিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



কর্মরত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



মোঃ খালেকুজ্জামান সিদ্দিক
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) ইলেকট্রনিক্স



সারা আজমী এষা
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) ইলেকট্রনিক্স



ইফফাত জাহান ইভা
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর(টি.আর) ইলেকট্রনিক্স



মোঃ আনিসুল হাযাদ
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ) ইলেকট্রনিক্স



ইসমত জাহান নিস
ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর/টেক) ইলেকট্রনিক্স



কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (১ম শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌ. বুলবুল আহমেদ
টেক ইন্সট্রাক্টর ও বিজ্ঞানীয় প্রধান (কম্পিউটার)



প্রকৌ. মোঃ জেফ্রাজুল আলম সিদ্দিকী
ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)



প্রকৌ. মোঃ ফারুকুল হক
কনিষ্ঠ ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)



প্রকৌ. কৌতুবিয়া হক
ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার) স্টেপ



আব্দুল ওয়াদুদ
বহুরাশীদ শিক্ষক (কম্পিউটার)



উবায়দুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার)



আতিকুর রহমান
বহুরাশীদ শিক্ষক (কম্পিউটার)



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



প্রসপেক্টাস

কর্মরত ক্রফট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



বিদ্যুৎ কুমার সেনগুপ্ত
ক্রফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.ডব্লিউ) কম্পিউটার



মোঃ আতাউর রহমান
ক্রফট ইনস্ট্রাক্টর (সি.সি) কম্পিউটার



মোঃ ফারুক রহমান
ক্রফট ইনস্ট্রাক্টর (সি.আর) কম্পিউটার



নৌশিন তাসনিম
ক্রফট ইনস্ট্রাক্টর (সি.আর) কম্পিউটার



আন্বারুল কেবরীস
অফিস সহায়ক (কম্পিউটার), উত্তর বিকট

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (২য় শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌ. মোহাম্মদ হুমরত আলী
সি.ইনস্ট্রাক্টর ও নির্দেশক (সি.ইনস্ট্রাক্টর)



প্রকৌ. ফাতেমা জেহেরা
সি.ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)



প্রকৌ. আনমা আক্তার
অ্যাকাউন্ট সুপার (কম্পিউটার)



প্রকৌ. এস যুসুফ আল সাকী
সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)



মোঃ সামিউল হাসান
বঙালানীম শিক্ষক (কম্পিউটার)



মোঃ শিহাব উদ্দিন
বঙালানীম শিক্ষক (কম্পিউটার)



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



প্রসপেক্টাস

কর্মরত ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



সোহেল রেজা
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) কম্পিউটার



মোঃ বারকত ইসলাম শাহীন
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) কম্পিউটার



মোঃ মিজানুন্নূর রহমান
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর) কম্পিউটার



মোঃ জাব্বারুল ক্বর আকিমুল
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (সি.আর) কম্পিউটার



ইলেকট্রো-মেডিক্যাল টেকনোলজি (১ম শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌশলী এম.এম. আনিছুর রহমান
চিক ইনস্ট্রাক্টর ও বিজ্ঞানীয় প্রধান
(ইলেকট্রো-মেডিক্যাল)



প্রকৌশলী মোঃ মাহমুদুল হাসান সূমন
অফিস ইনস্ট্রাক্টর
(ইলেকট্রো-মেডিক্যাল) সেল

কর্মরত ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



নায়না আক্তার
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর)
ইলেকট্রো-মেডিক্যাল



আব্দুল মতিন
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর),
ইলেকট্রো-মেডিক্যাল



মৌয়িন্ন মাসুদ
ক্রাকট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর)
ইলেকট্রো-মেডিক্যাল



সীতা বানী দাস
অফিস সহায়ক (ইলেকট্রো-মেডিক্যাল) জেন পিও



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

প্রসপেক্টাস



ইলেকট্রো-মেডিক্যাল টেকনোলজি (২য় শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



প্রকৌশলী শিরীন সিরাজ
হুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রো-মেডিক্যাল) স্টেশ



প্রকৌশলী আমিনুল হক
কুমিল্লর ইনস্ট্রাক্টর (ইলেকট্রো-মেডিক্যাল) স্টেশ

কর্মরত ফ্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



শফিকুল ইসলাম
ফ্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (ডি.আর)
ইলেকট্রো-মেডিক্যাল



মোঃ ইমরান খান
ফ্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (ডি.আর)
ইলেকট্রো-মেডিক্যাল



নন-টেক বিভাগ (১ম শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



মুহাম্মদ আবু ইউসুফ
চিক ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান
(নন-টেক বিভাগ)



মোহাম্মদ মোজ্জবা কামাল
চিক ইনস্ট্রাক্টর
(নন-টেক) গণিত



ডঃনাজিম বারিস চৌধুরী
হুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর
(নন-টেক) বাংলা



মোহাম্মদ মুকশ হক কুইয়া
হুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর
(নন-টেক) সঙ্গীত



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

১৬



প্রসপেক্টাস



সৈয়দ মাসুদুল করিম
ফুনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) পণ্ডিত



শ্রীশীল চন্দ্র দাস
ফুনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) পণ্ডিত



সিবাফর জুফা মিল্ল
ফুনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) সহকারী



মোঃ নাজমুল হক
ফুনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) সহকারী



মুহাম্মদ রাইছুল ইসলাম
ফুনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) পণ্ডিত



মোঃ আব্দুল মান্নান
ফুনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) ইংরেজি



আনিকা খানম তমা
ফুনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) ইংরেজি



আনশুমনোয়ারা
ফুনিয়ার ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) ব্যবস্থাপনা



রোকসানা আক্তার সুখা
বর্তমান শিক্ষক (নন-টেক)



মোঃ নাজমুল ইসলাম
বর্তমান শিক্ষক (নন-টেক)



মোঃ মিজানুর রহমান
বর্তমান শিক্ষক (নন-টেক)

কর্মরত ল্যাব সহকারী ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



মোঃ আনিসুল করিম
ল্যাব সহকারী (নন-টেক)



মোঃ সোহেল রানা
ল্যাব সহকারী (নন-টেক)



পাপিয়া আক্তার
ক্রিমার (উচ্চ বিদ্যালয়)



প্রসপেক্টাস



নন-টেক বিভাগ (২য় শিফট)

কর্মরত শিক্ষকমণ্ডলীর নাম ও পদবী



মোঃ মাহবুবুর রহমান
চিফ ইন্সট্রাক্টর ও নিরীক্ষার প্রধান (নন-টেক বিভাগ)



তাহমিনা আক্তার
চিফ ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) বাংলা



নাসিমা রিকফাত
ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) সোয়ান



উম্মে সালামা বিউটি
ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) ইংরেজি



মোঃ হুমায়ুন কবীর
ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) বাংলা



মোঃ রফিকুল ইসলাম
ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) পদার্থ



ফারুকুল হক
ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর



মোঃ আকির হোসেন
স্থানীয় ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) গণিত



হাবিবুল রহমান
স্থানীয় ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক) ইংরেজি



ফাতেমা খাতুন
স্থানীয় ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক, ইংরেজি) গণিত



জামিনী চন্দ্র বর্মণ
স্থানীয় ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক, গণিত) গণিত



মোঃ হোসেন উদ্দিন
শিক্ষক (নন-টেক)



মোঃ শরিকুল হক
শিক্ষক (নন-টেক)



আক্কেল আলী
শিক্ষক (নন-টেক)



শাকিরুন নাহার খান
শিক্ষক (নন-টেক)



মোঃ হোসেন হোসেন
শিক্ষক (নন-টেক)



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



কর্মরত ল্যাব সহকারী ও অফিস সহায়কবৃন্দের নাম ও পদবী



মোঃ মোজাক্কিউর রহমান
ল্যাব সহকারী (মসামান)



মোঃ সাইদী হুসান
ল্যাব সহকারী (মসামান)



জান্নাতুল ফিরা
অফিস সহায়ক (উচ্চশিক্ষিত)

বিভিন্ন শাখায় কর্মরত অফিস প্রধান ও কর্মচারীবৃন্দ

সংস্থাপন শাখা



আব্দুল হেসিম আকন্দ
ক্রমিক সংস্করণ প্রধান কর্মকর্তা (বহুতরফ)



আবু আহমেদ সিদ্দিক
অফিস সহায়ক

হিসাব শাখা



মোঃ বুরেল মিরান
হিসাব সহায়ক



মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ

একাডেমিক শাখা



মোঃ আজাম উদ্দিন
রেজিস্ট্রার



আলী আহমেদ
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (বহুতরফ)

স্টোর শাখা



মোঃ সাহেদুল ইসলাম
অফিস সহায়ক



আব্দুল হেসিম
স্টোর কিপার

লাইব্রেরি শাখা



মোঃ শফিকুল আলম
লাইব্রেরিয়ান



মোঃ আজাম উদ্দিন
সহকারী লাইব্রেরিয়ান ও অফিসিয়ার

চিকিৎসা সেবা শাখা



ফরিদা পারভীন
অফিস সহায়ক



মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন
ফার্মাসিট



প্রসপেক্টাস

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ



ড্রকৌ. মুপেন্দ্র মাধ সরকার
টিক ইনস্ট্রুমেন্টস (সিটিস) এ
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)



ড্রকৌ. মোঃ আবিদুল ইসলাম
ওয়ার্কসপ সুপার (মেকানিক্যাল)
ও সলস (শনিক)



ড্রকৌ. মোঃ মানিক মিয়া
ইনস্ট্রুমেন্টস (পাওয়ার)
ও সলস (শনিক)



ড্রকৌ. এস. শূষী আল সান্ধী
মুনির ইনস্ট্রুমেন্টস (কম্পিউটার)
ও সলস (শনিক)



ড্রকৌশলী মোঃ আব্দুর ব্রতক
মুনির ইনস্ট্রুমেন্টস (ইলেকট্রিক্যাল)
ও সলস (শনিক)



সাব্বির হোসেন
অফিস সহায়ক
শনিক

ডাভিং সেবা শাখা



মোঃ আশরাফুল ইসলাম
বহুকালীন ইলেকট্রিশিয়ান



শ্রী রতন হরিন্দন
পরিচরিতা কর্তা



কাঞ্চন চুই মাসী
পরিচরিতা কর্তা



সন্দী রানী
বহুকালীন পরিচরিতা কর্তা

নিরাপত্তা শাখা



ড্রকৌশলী মোশাররফ হোসেন
ওয়ার্কসপ সুপারভাইজেন্ট (ইলেকট্রিক্যাল)
(ভারপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা)



মুহাম্মদ আবুল হাশেম
কেয়ারটেকার



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

২০



প্রসপেক্টাস



জাওয়াল উদ্দিন
শক্তি সচিব (বহুক্ষেত্র কর্ম)



সুমন আহমেদ
শক্তি সচিব (উপ-বাহ্যিক কর্ম)



মোঃ রুকনোজ্জামান
অফিস সচিব



জাহাঙ্গীর আলম
মাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ আব্দুল মান্নান
মাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ সেলিম মিয়া
মাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ শফিউল ইসলাম
মাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ শাহ আলম
মাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
মাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ রিপন মিয়া
মাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ শুলহাস মিয়া
মাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ বক্তুল রহমান
মাস্টারবেস কর্মচারী



শ্রী বাবুল সূদধর
সাস্টারবেস কর্মচারী



শ্রী বাহু
সাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ হোসেন-অর-রশীদ
সাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ শাল মিয়া
মাস্টারবেস কর্মচারী



মিকু মিয়া
সাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ সোহেল মিয়া
সাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ আবুল মনসুর
সাস্টারবেস কর্মচারী



মোঃ হাকিম উদ্দিন
মাস্টারবেস কর্মচারী



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



প্রসপেক্টাস

সহযোগী সংগঠন

বাকশিঅকস, য.প.ই. শাখা



ফরিদ আহাম্মদ খান
সভাপতি (বাকশিঅকস)



আব্দুল হেলিম আকবর
সাধারণ সম্পাদক (বাকশিঅকস)



মুতুল আহমেদ তমাল
আয়োজক (বাকশিঅকস)



আশিকুল হাকিম কিরণ
সহন্য সিনি (বাকশিঅকস)

বোতাম কাউন্সিল গ্রুপ



মোঃ শওকত হোসেন
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত পরিচূ)
গ্রুপ সভাপতি ও আর.এস.এল



প্রকৌশলী এস সুখী আল সাকী
কনিষ্ঠ ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
সম্পাদক ও আর.এস.এল



প্রকৌশলী কুলবুল আহমেদ
সিক ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার)
সম্পাদক ও আর.এস.এল



মুহাম্মদ আবু ইউসুফ
সিক ইন্সট্রাক্টর (সম-টেক)
সম্পাদক ও আর.এস.এল



প্রকৌশলী মোঃ আল-আমীন
ইন্সট্রাক্টর (পাওয়ার)
সম্পাদক ও আর.এস.এল



প্রকৌশলী মোঃ মানিক হিরা
ইন্সট্রাক্টর (পাওয়ার)
সম্পাদক ও আর.এস.এল



দিবাকর ভূষণ মিত্র
কনিষ্ঠ ইন্সট্রাক্টর (সম-টেক)
সম্পাদক ও আর.এস.এল



ফজলুল হক
বিকল্পিতক এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর
সম্পাদক ও আর.এস.এল

বাপশিস, য.প.ই. শাখা



প্রকৌ. মুহাম্মদ সাদাত উল্লাহ
সভাপতি (বাপশিস)



দিবাকর ভূষণ মিত্র
সাধারণ সম্পাদক (বাপশিস)



প্রকৌ. নিপুল চন্দ্র কর্মকার
সভাপতি (বাপশিস)



প্রকৌ. শেব মোঃ সাইফুল আল-আমীন
সাধারণ সম্পাদক (বাপশিস)



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



তথ্য প্রদান শাখা



প্রকৌশলী বুলবুল আক্কেল
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)
ও তথ্য কর্মকর্তা (আবগ্রাফ)

জব প্রেসেন্ট সেল



প্রকৌশলী মোঃ ফরুকুল হক
যুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)
আবগ্রাফ কর্মকর্তা

মহা ছাত্রী নিবাস



প্রকৌশলী ফাতেমা আক্কেল
চিফ ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার)
ও হোস্টেল সুপার



প্রকৌশলী আসমা আক্কেল
ওগার্লস সুপার (কম্পিউটার)
ও সহকারী হোস্টেল সুপার

শহীদ খায়রুল ছাত্রাবাস



প্রকৌশলী মুহাম্মদ সাদাত উল্লাহ
ওগার্লস সুপার (মেসারিস) ও হোস্টেল সুপার



প্রকৌশলী মোঃ মানিক মিয়া
ইনস্ট্রাক্টর (শেয়ার) ও সহকারী হোস্টেল সুপার



প্রকৌশলী মোঃ ফরুকুল হক
যুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (কম্পিউটার) ও সহকারী হোস্টেল সুপার

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ছাত্রাবাস



প্রকৌশলী বিপ্লব কুমার সরকার
ইনস্ট্রাক্টর (মেসারিস) ও হোস্টেল সুপার



মোঃ নূরুল হক ভূইয়া
ডুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (সে-টেক) ও সহকারী হোস্টেল সুপার



প্রকৌশলী মোঃ আল আমীন
ইনস্ট্রাক্টর (শেয়ার) ও পরিচালক কর্মকর্তা (সে-টেক)

পরিবহন সেবা শাখা

অফিস শাখাসমূহের পরিচিতি

ক্রম নং	অফিস শাখা সমূহ	সাধারণ পরিচালিত কার্যক্রম
১.	মিলার শাখা	ছাত্র-ছাত্রীদের সেবাদান ও কনসাল্টাশন ফি সম্বন্ধে আদায়, দুকিনের আদায়ের অর্থ বিতরণ, ছাত্রদের সরকারি-বেসরকারি আর্থিক সেবাদান এবং হিসাব সংরক্ষণ।
২.	একাডেমিক শাখা	ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক, পরীক্ষা গ্রহণ, মতিভঙ্গ ও বিভিন্ন সময় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, সংরক্ষণ, ফাইল ও বিতরণ ইত্যাদি।
৩.	সংস্করণ শাখা	ছাত্রদের প্রশাসনিক কার্যক্রমের সঞ্চিপত্র গ্রহণকরণ, সংরক্ষণ ও জারীকরণ।
৪.	সাইবেরি	পারিভ্রম্য সাইবেরিক্স ছাত্রদের যাই পুস্তক সংরক্ষণ, বিতরণ ও গ্রহণ ইত্যাদি।
৫.	জেনারেল স্টোর	ইনস্টিটিউটের সকল মাসনামল সংরক্ষণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ।
৬.	চিকিৎসা শাখা	স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত পরামর্শ ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান।
৭.	প্রেসেন্টেট সেল	বাংলাদেশ সরকার এবং শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদান ও সংশ্লিষ্ট কর্ম-নিবন্ধন প্রদান-বাণিজ্যিক এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে চাকুরি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা।
৮.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ	বিভিন্ন অত্যন্তরীণ, অন্ডারগ্রাজুইট ও পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়।
৯.	নিরাপত্তা শাখা	প্রতিষ্ঠানের সার্বজনিক স্থান পরিদর্শন রক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও স্থানান্তর গ্রহণ করা।
১০.	অফিস শাখা	বিভিন্ন অফিস সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ মো-অফিস প্রদান করা।
১১.	তথ্য প্রদান শাখা	বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ মো-অফিস প্রদান করা।
১২.	পরিবহন শাখা	সর্বজনিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত।



আবাসিক ব্যবস্থা ও পরিচালিত কার্যক্রম

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

দুটি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রী নিবাস রয়েছে।

তিনটি হোস্টেলের মোট আসন সংখ্যা ৩৮৩ জন।



শहीদ খায়রুল ছাত্রাবাস

তিনতলা বিশিষ্ট এ ছাত্রাবাসটি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পশ্চিম পাশে খেলার মাঠের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ৪৮ কক্ষ বিশিষ্ট এ ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা ১৯২টি এখানে রয়েছে ১টি ডাইনিং হল, রান্নাঘর, নামাজ কক্ষ এবং ১টি টিভি রুম। এ ছাত্রাবাসের জন্য ১ জন তত্ত্বাবধায়ক, ২জন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, ১ জন করণিক, নিরাপত্তা প্রহরী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাবুর্চি ও বয় রয়েছে।

তিনতলা বিশিষ্ট এ ছাত্রাবাসটি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পশ্চিম পাশে খেলার মাঠের উত্তর দিকে অবস্থিত। ২৯ কক্ষ বিশিষ্ট এ ছাত্রাবাসের আসন সংখ্যা ১১১টি। এখানে রয়েছে ১টি ডাইনিং হল, ১টি রান্না ঘর এবং ১টি টিভি রুম। ছাত্রাবাসের জন্য ১ জন তত্ত্বাবধায়ক, ১ জন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, নিরাপত্তা প্রহরী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাবুর্চি ও বয় রয়েছে।



শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ছাত্রাবাস

তিনতলা বিশিষ্ট এ ছাত্রীনিবাসটি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্ব পাশে শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। ২৩ কক্ষ বিশিষ্ট এ ছাত্রীনিবাসের আসন সংখ্যা ৮০টি। এখানে রয়েছে ১টি ডাইনিং হল, রান্না ঘর এবং ১টি টিভি রুম। এ ছাত্রী নিবাসের জন্য ১ জন তত্ত্বাবধায়ক, ১ জন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, নিরাপত্তা প্রহরী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাবুর্চি ও বোয়া রয়েছে।



মহিলা ছাত্রী নিবাস



ময়মনসিংহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভৌগোলিক পরিচিতি :

জেলা	: ময়মনসিংহ
বিভাগ	: ময়মনসিংহ
দেশ	: বাংলাদেশ
প্রতিষ্ঠা	: ১ মে, ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ
ধরণ	: সিটি কর্পোরেশন (২ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি.)
স্থানাঙ্ক	: ২৪°৪৫'১৪" উত্তর, ৯০°২৪'১১" পূর্ব
মেয়র	: মোঃ ইকরামুল হক টিটু
আয়তন	: ৪৩৬৩.০৮ বর্গ কিলোমিটার (১৬৮৪.৭৫ বর্গমাইল)
উচ্চতা	: ১৯ মিটার (৬২ ফুট)
জনসংখ্যা	: ৫৮,৯৯,০৫২ (২০২২ খ্রি.)
জনসংখ্যার ঘনত্ব	: ১৪০০/ বর্গকিলোমিটার (৩৫০০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	: বাংলাদেশ মান সময় (ইউটিসি+৬)
অবস্থান	: পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে
বাষ্করতার হার	: ৭০.৭৪%
প্রশাসনিক বিভাগের কোড	: ৩০৬১

নামকরণ :

কম্বার প্রচলিত আছে হাওর-বাগর মইয়ের শিং তাই নিয়ে মইসিং।

ময়মনসিংহ জেলার নামকরণ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। আর ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তার পুত্র সৈয়দ নাসির উদ্দিন নসরত শাহ'র জন্য এ অঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য গঠন করেছিলেন, সেই থেকেই নসরতশাহী বা নসিরাবাদ নামের সৃষ্টি হুসনিয় মুগের উৎস হিসেবে নসিরাবাদ নামটিও আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোথাও উল্লেখ করা হচ্ছে না। ১৯৭৯-তে প্রকাশিত রেনেল এর ম্যাপে যোমেশিং নামটি বর্তমান 'ময়মনসিংহ' অঞ্চলকেই নির্দেশ করে। তার আগে আইন-ই-আকবরীতে 'মিহমানশাহী' এবং 'মনমনসিংহ' সরকার বাজুহার পরগনা হিসাবে লিখিত আছে; যা বর্তমান ময়মনসিংহকেই ধরা যায়। এসব বিবেচনায় বলা যায় সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালের পূর্বে থেকেই ময়মনসিংহ নামটি প্রচলিত ছিলো। ব্রিটিশ আমলে জেলা পত্তনকালে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সমৃদ্ধ জমিদারগণ সরকারের কাছে জেলার নাম 'মনসিংহ' রাখার আবেদন করলে সরকার তা গ্রহণ করে নেন। আবার অনেকে মনে করেন, ময়মনসিংহ নামকরণ করা হয় সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহের নাম অনুসারে সেনাপতি মানসিংহকে সম্রাট আকবর এ অঞ্চলে পাঠান বার ভূঁইয়াদের প্রধান দিশা খাঁকে পরাজিত করার জন্য পরবর্তীতে মানসিংহের কাছে দিশা খাঁ পরাজিত হয়। তখন থেকে বাংলায় বার ভূঁইয়াদের আধিপত্য শেষ হয়ে যায় তাই এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয় 'ময়মনসিংহ'।

ইতিহাস :

১ মে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয়। যার প্রথম কমিশনার ছিলেন মিঃ এক সি থোম। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে জেলা সদরের পত্তন হয় এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভা গঠিত হয়। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে পরিণত হয়। কাপেটেরেট ভবন ছিল ময়মনসিংহ শহরের কেন্দ্রবিন্দু। ১৭৮৭



খ্রিস্টাব্দে সরকারি ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। প্রথম সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয় ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে। ময়মনসিংহ শহর থেকে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম ইংরেজি স্কুল। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। জেলার প্রথম আদম জমারী পরিচালিত হয় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ চালু ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ময়মনসিংহ-জয়পুরাঙ্গাল রেলপথ চালু হয় ১৮৬৫ সনে। ময়মনসিংহ শহরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম শিরোপরি জলাধার (পানির ট্যাংক) স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহ বাংলাদেশের একটি পুরাতন শহর। বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এটি ময়মনসিংহ জেলার প্রায় কেন্দ্রভাগে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। নদীর তীর জুড়ে থাকা শহর-রক্ষাকরী বাঁধের বিস্তীর্ণ এলাকা নিচে পড়ে উঠেছে ময়মনসিংহ জয়নুল আবেদীন উদ্যান পার্ক ও বিপিএ পার্ক, যা শহরবাসীর মূল বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত। পার্কে বর্তমানে অনেক নৃশ্যমান উন্নয়ন করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলা বাংলাদেশের মধ্য অঞ্চলের ময়মনসিংহ বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। এই জেলার আকার সময় সময় পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা থেকে টাঙ্গাইল মহকুমাকে পৃথক করে একটি জেলা উন্নীত করা হয়। ৮০-এর দশকে আদি ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন মহকুমা যথা জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণাকে পৃথক পৃথক জেলায় উন্নীত করা হয়। এছাড়া জামালপুরের অন্তর্গত শেরপুরকেও একটি পৃথক জেলায় উন্নীত করা হয়। এর আগে ব্রিটিশ আমলে ময়মনসিংহ জেলার কিছু কিছু অংশ মিলেট, ঢাকা, রংপুর ও পাবনা জেলার অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। এইভাবে ময়মনসিংহ জেলা, যা কিনা ব্রিটিশ আমলে অভিজ্ঞ জরতবার্ধের সর্ববৃহৎ জেলা ছিল; পরবর্তীতে তার আকার ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসে।

ময়মনসিংহ জেলা মৈমনসিংহ পৌত্তিক, মহুয়া, মলুরা, দেওয়ান মদীনা, চন্দ্রাবর্তী, কবিরঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন এবং মুক্তাগাছার মন্ডার জন্য বিখ্যাত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ময়মনসিংহ বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষানগরী হিসাবে পরিচিত। ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মুমিনুল্লিঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ গার্লস কলেজ, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বারস কমিউনিটি বেঞ্চ মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ অবস্থিত। এখানে স্বনামধন্য কলেজ নরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ: শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী; আলমগীর মনসুর (মিন্টু) মেমোরিয়াল কলেজ, নাসিরাবাদ কলেজ ইত্যাদি এবং স্বনামধন্য স্কুল ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, বিদ্যাময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ মহাকলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, মুসলিম হাই স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ: যুগ্মশ্রম স্কুল, রাখাসুলপুরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ ইত্যাদি খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ময়মনসিংহ পার্লস কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), বাংলাদেশ মহৎ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), বাংলাদেশ কৃষি পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) প্রভৃতি। মাদের সুনাম শুধুমাত্র ময়মনসিংহ বা বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

এখানে উদীচী, নজরুল একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমীসহ আরো বেশ কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

উপর্যুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে স্বনামধন্য, ব্যক্তিক্রমধর্মী, ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পন্ন কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ময়মনসিংহের কপালে রাজটিকা অঙ্কিত করেছে সেটি হল ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। যেহান থেকে প্রতি বছর শত শত শিক্ষার্থী দক্ষ জনশক্তি হিসেবে দেশে বিদেশে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে, বয়ে এনেছে স্বদেশের সুনাম।



পরিচিতি

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

প্রতিষ্ঠানের নাম	: ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
প্রতিষ্ঠান কোড	: ৫৭০৬৭
ধরণ	: সরকারি
স্থাপিত	: ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
অধিদপ্তর	: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
বোর্ড	: বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
সম্প্রদায়	: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ)
শিক্ষাক্রম	: ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (৪ বছর মেয়াদী)
শিক্ষক/কর্মকর্তা	: ৫৬ জন (স্থায়ী), খসড়াবীন ৪১ জন
কর্মচারী	: ১৩৫ জন (স্থায়ী), মাস্টার রোল ২৯ জন
ছাত্র-ছাত্রী	: প্রায় সাড়ে ছয় হাজার (৬,৫০০ জন)
অবস্থান	: ২৩°৪৫'৩২" উত্তর, ৯০°২'৩৫" পূর্ব, মানকান্দা, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ
সর্বাঙ্গিক নাম	: M.P.I
জমির পরিমাণ	: ২৪.৩৮৫২ একর (প্রায়)
ক্লাস রুম	: ৩২টি
ওয়ার্কশপ	: ১১টি
ল্যাব	: ১৭টি
লাইব্রেরি	: ২টি
জব প্রেসমেন্ট সেন	: ১টি
স্টোডার ফার্মিট	: ৪ ইউনিট
হোস্টেল	: ৩টি
মেইল	: principal.mpi@gmail.com
ওয়েব সাইট	: www.mpi.edu.bd
ফোন	: ০৯১-৬৭২৯৪
পরিবহন	: বাস ১টি, মাইক্রোবাস ১টি

ইতিহাস :

১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বর্ষে মাত্র ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ৩টি টেকনোলজি (সিভিল, ইলেকট্রনিক্যাল, মেকানিক্যাল) নিয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু হয়। পরবর্তীতে কার্ম টেকনোলজি নামে নতুন একটি টেকনোলজি চালু হয়। ৮০-র দশকে কার্ম টেকনোলজি পাওয়ার টেকনোলজি নামে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ৪ বছর মেয়াদী ২টি শিফটে ৭টি টেকনোলজি ও ১টি বিভাগ চালু রয়েছে।

ইনস্টিটিউটের অবস্থান :

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে সীমান্ত জেলা ময়মনসিংহ শহরের মানকান্দায় এর অবস্থান। মোট ২৪.৩৮৫২ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কটি দু'অংশে বিভক্ত করে রেখেছে। সড়কের পূর্বপার্শ্বে একাডেমিক-কনসার্বেশন প্রাঙ্গণ, ওয়ার্কশপ/ল্যাব, শিক্ষক-কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসমূহ, মসজিদ, কোজি স্কুল ও ছাত্রী নিবাস এবং পশ্চিম পার্শ্বে খেলার মাঠ, পুকুরসহ ছাত্রাবাসগুলো রয়েছে। ইনস্টিটিউটের উত্তর সীমানা ঘেঁষে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং দক্ষিণে অদূরেই টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ও আন্তঃজেলা বাসটার্মিনাল। ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে।

ক্যাম্পাস :

মূল ক্যাম্পাসে তিনতলা বিশিষ্ট একটি ভবনসহ আরোও একতলা ও দু'তলা অনেক ভবন রয়েছে। যেখানে রয়েছে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ অফিস, লাইব্রেরি, ওয়ার্কশপ, ল্যাব, কনফারেন্স রুম এবং একটি ৪০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম। মূলভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে রয়েছে মসজিদ ও সম্মুখে শহীদ মিনার, শাপলা ফোয়ারা, ইলিশ চত্বর, লোয়েল চত্বর, শাপলা চত্বর শাইকেল স্ট্যাণ্ডসহ বিচিত্র শিল্পকর্ম, রয়েছে খেলারমাঠ, ফুটবল খাগান, কৃষ্ণচূড়া চত্বর, বকুলতলা ও সবুজ বনানী। সব মিলিয়ে এক শাক্তিক মনোরম শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।



টেকনোলজি / বিভাগ সমূহ : (১) সিভিল (২) ইলেকট্রিক্যাল (৩) মেকানিক্যাল (৪) পাওয়ার (৫) ইলেকট্রনিক্স
(৬) কম্পিউটার (৭) ইলেকট্রো মেডিকেল (৮) নন-টেক বিভাগ।

ইউনিফর্ম :

ছাত্রদের জন্য : আকাশী রংয়ের শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো জুতা, আকাশী পাল্‌স্ট্রা।

ছাত্রীদের জন্য : আকাশী রংয়ের জামা, কালো সেলোয়ার, কালো জুতা, আকাশী গুডনা, আকাশী বোরকা/আকাশী এ্যাপ্রন।

হোস্টেল :

ছাত্রদের জন্য দু'টি হোস্টেল রয়েছে-(১) শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন ছাত্রাবাস (২) শহীদ খায়রুল ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীদের জন্য রয়েছে-মহুয়া ছাত্রীনিবাস।

একমুঠোমুঠো কার্যক্রম :

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরধীন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৭টি টেকনোলজি চালু রয়েছে। সময় উপযোগী ও দেশি-বিদেশি প্রযুক্তিপন্থ চাহিদা বিবেচনা করে টেকনোলজি সমূহ নির্ধারিত হয়েছে। ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের অধীনে ৪ বছর মেয়াদী ৮টি পর্বে ২টি শিফটে (১ম ও ২য় শিফট) টেকনোলজি সমূহ চালিত হয়। ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের টেকনোলজির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

প্রথম শিফট	দ্বিতীয় শিফট
সিভিল, ১ম পর্ব, ১ম শিফট (গ্রুপ: A, B, C)	সিভিল, ১ম পর্ব, ২য় শিফট (গ্রুপ: A, B, C)
ইলেকট্রিক্যাল, ১ম পর্ব, ১ম শিফট (গ্রুপ: A, B, C)	ইলেকট্রিক্যাল, ১ম পর্ব, ২য় শিফট (গ্রুপ: A, B, C)
মেকানিক্যাল, ১ম পর্ব, ১ম শিফট (গ্রুপ: A, B)	মেকানিক্যাল, ১ম পর্ব, ২য় শিফট (গ্রুপ: A, B)
পাওয়ার, ১ম পর্ব, ১ম শিফট (গ্রুপ: A, B)	পাওয়ার, ১ম পর্ব, ২য় শিফট (গ্রুপ: A, B)
ইলেকট্রনিক্স, ১ম পর্ব, ১ম শিফট (গ্রুপ: A, B)	ইলেকট্রনিক্স, ১ম পর্ব, ২য় শিফট (গ্রুপ: A, B)
কম্পিউটার, ১ম পর্ব, ১ম শিফট (গ্রুপ: A, B)	কম্পিউটার, ১ম পর্ব, ২য় শিফট (গ্রুপ: A, B)
ইলেকট্রো মেডিক্যাল, ১ম পর্ব, ১ম শিফট (গ্রুপ: A, B)	ইলেকট্রো মেডিক্যাল, ১ম পর্ব, ২য় শিফট (গ্রুপ: A, B)

অর্থাৎ ১ম সেমিস্টারে (পর্বে) ৭টি টেকনোলজিতে ১ম ও ২য় শিফটে ৩২টি গ্রুপের ক্লাস চলে। ১ম/২য় শিফটে ১ম পর্বে ভর্তির জন্য মোট ১৬০০টি আসন রয়েছে। ২০২২ প্রতিষ্ঠান মোতাবেক মেধা ও এস.এস.সি-তে প্রাপ্ত CGPA এর ভিত্তিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রতিটি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০০ খ্রিস্টাব্দে এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হিসেবে পুরস্কৃত ও সনদপ্রাপ্ত হয়। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকায় কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন, হ্রাসের প্রসার ও পরীক্ষা পদ্ধতির অতৃপ্ত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। সর্বোপরি এই কারিগরি শিক্ষার ধারা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে বাংলাদেশের বৃহৎ যুবসমাজ দক্ষ জন সম্পদে তথা মানব সম্পদে পরিণত হবে, গড়ে উঠবে কৃষা, শিল্পজাতীয় বৈষম্যহীন সমাজ, দেশ হবে সমৃদ্ধ।

শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের আবাসন সুবিধা

কোয়ার্টারের টাইপ/গ্রেড

সংখ্যা (ইউনিট)

অধ্যক্ষ

১

উপাধ্যক্ষ

১

সি.আই/সি-টাইপ

২

ইনস্ট্রাক্টর/ডি-টাইপ/গ্রেড-১

১৮

বি-টাইপ/গ্রেড-২

৮

এ-টাইপ/সার্ভেন্ট কোয়ার্টার

১০

পরিবহন ব্যবস্থা

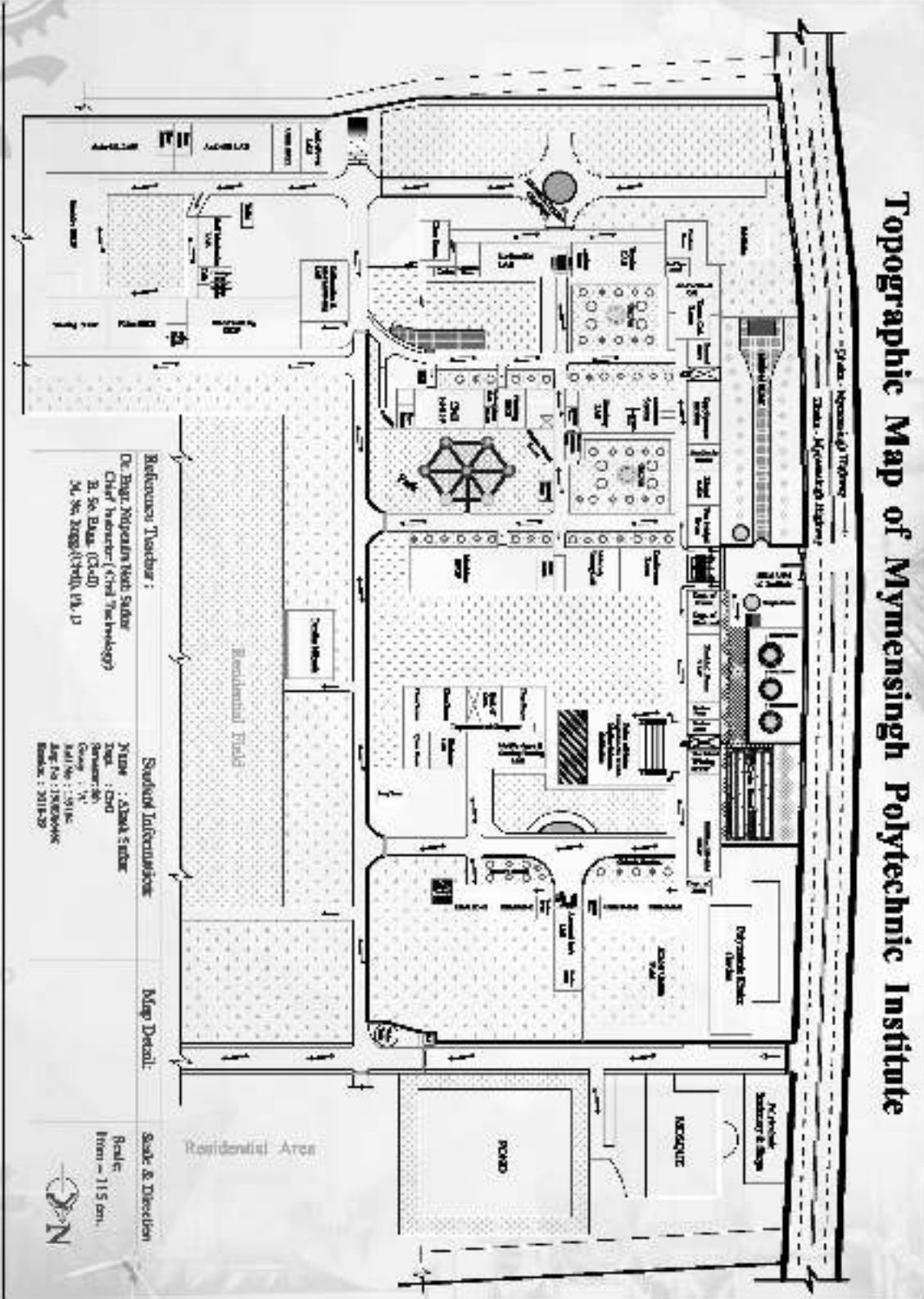
ইনস্টিটিউটের নিজস্ব একটি বাস রয়েছে। ক্লাস চলাকালীন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট রুটে এটি যাতায়াত করে অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা এতে যাতায়াতের সুবিধা পেয়ে থাকে। এছাড়াও একটি মাইক্রোবাস রয়েছে যা পরীক্ষার প্রস্তুত অন্য়নসহ বিভিন্ন সময় সরকারি ও জনগণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

২৮

মানচিত্রে ইনস্টিটিউট পরিচিতি



কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন

প্রযুক্তি বিদ্যা বা কারিগরি নামক বাংলা পরিভাষাটি এসেছে ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering) নামক ইংরেজী শব্দ থেকে। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগেই ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে বিশ্বময় প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের তাৎপর্য কারিগরি বিদ্যার মাধ্যমে সাধারণের কল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ পায়।

বাংলাদেশে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে প্রথম কারিগরি শিক্ষার প্রচলন ঘটে। সে সময় সারা দেশের মধ্যে একমাত্র রাজধানী ঢাকার মধ্যম শ্রেণীর প্রকৌশলী তৈরীর জন্য ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়। তৎকালীন ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বুয়েট) প্রতিষ্ঠিত হয়। আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের সাথে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৪ বছরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের প্রচলন ছিল। ১৯৫৫ সালে ঢাকাস্থ তেজগাঁও-৫ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের মধ্য দিয়ে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের সূচনা ঘটে। গত অর্ধশতকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশাসনের বহু শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বাঙালি জাতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। অধিদপ্তরারধীন মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯০টি। বেসরকারী পলিটেকনিকের সংখ্যা প্রায় ৪৮৫টি

‘একটাই লক্ষ্য, হতে হবে দক্ষ’ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এ প্রতিশ্রুতি বিষয়কে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে কারিগরি শিক্ষা। বর্তমানে দেশে ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে, মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট ০৩টি ২০০৪ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটে পর্যায়ক্রমে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে নারী শিক্ষা প্রসারে (প্রথমে ঢাকা ও পরে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী) ৪টি মহিলা পলিটেকনিক এবং বর্তমানে ময়মনসিংহ, রংপুর, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে চলমান রয়েছে। সারাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মোট ৮ লাখ ৭২ হাজার ৬৫৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৮ হাজার ৮৭০। সরকারের জেডার বাজেট প্রতিবেদনে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। তবে ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ লক্ষ্যকে আরও বেগবান করতে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে দেশে-বিদেশে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মূলকাজ ৪টিঃ- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, একাডেমিক কার্যক্রমের তদারকীকরণ এবং কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা। অধিদপ্তরারধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩টি স্তরে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যথা- সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী স্তর, সার্টিফিকেট পর্যায়ে রয়েছে ১৩৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ১টি ডোকেশনাল টিচরিস ট্রেনিং কলেজ এবং ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরটি এক-৪/বি শেরে-ই-বংলানগর, প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ এ অবস্থিত।



ক্রমবর্ধমান কর্মতথ্যপরিমিত প্রেক্ষিতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট্রেড পর্যায়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সনদপত্র প্রদান, পরিদর্শন ও মূল্যায়নের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ফলে ১৯৬৭ সালের ৭মার্চ গেজেট নং- ১৭৫ এল এ প্রকাশিত হয় এবং ১নং সংসদীয় আইনের বলে “ইস্ট পাকিস্তান টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড” নামে যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, তাই বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বাকশিবো)। দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সংগঠন পরিচালনা, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব পালন, পরীক্ষা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও বোর্ড কর্তৃক পৃষ্ঠিত পরীক্ষার উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (DUET), ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (IUT), টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (TTTC) তে বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সার্টিফিকেট তেও এই সকল শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সমাপ্তির পর এই সকল ইঞ্জিনিয়ার প্রাক্কয়েটরা বাংলাদেশের প্রচলিত সরকারি চাকুরীতে ২য় শ্রেণির পদ মর্যাদা লাভ করে। এ প্রাক্কয়েটদের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পল্লীবিদ্যুৎ, টেলিকমিউনিকেশন, গণপূর্ত বিভাগ, শিক্ষা প্রকৌশল ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেগ্টরে তাদের কর্মের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া দক্ষ জনশক্তি হিসাবে দেশের বাইরে অর্থ বিদেশে চাকুরীর অবাধ সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম খাত বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্স। বিদেশে কর্মরত দক্ষ জনশক্তির সিংহভাগই ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি প্রকৌশলী। এ দেশের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা সুনাম ও দক্ষতার সাথে মধ্য প্রাচ্য, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এছাড়াও যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে-এ দেশের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা চাকরি করে দেশের জন্য বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছেন।

বিদেশে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর মত দক্ষ জনসম্পদ আরো বেশি পাঠানো সম্ভব হলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হার আরও বৃদ্ধি পেল। দেশের আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি বাড়াতে হলে কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “শিক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার কিন্তু কারিগরি শিক্ষা হলো অগ্রাধিকারের অগ্রাধিকার”। ইতোমধ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রায় ১৭ শতাংশ ভর্তির হার নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার এই হার ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ, ২০৪০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন; এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, আরো ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, আরও ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনসহ সরকারের এই সব উদ্যোগ দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্বাবলম্বী দেশে পরিণত করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে, তা অর্জনের জন্য কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের কোন বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ, এগিয়ে চলছি আমরা, গড়ে তুলবো স্বপ্নের সোনার বাংলা।

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের জনবল তথ্য

ক্রমিক নং	পদের নাম	বিদ্যমান সৃষ্ট পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১.	অধ্যক্ষ	১	০	১
২.	উপাধ্যক্ষ	২	১	১
৩.	চিফ ইনস্ট্রাক্টর (টেক)	২৩	১৪	৯
৪.	চিফ ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)	৪	৪	০
৫.	ইনস্ট্রাক্টর (টেক)	৭৯	৮ + স্টেপ-৫	৭১
৬.	ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)	৩০	৪	২৬
৭.	ওয়ার্কসপ নুপার	৬	৪	২
৮.	জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক)	৭৪	৭ + স্টেপ-৬	৬৭
৯.	জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (নন-টেক)	৩০	১২+ স্টেপ-২	১৮
১০.	ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর	১	১	০
১১.	ক্রফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ)	৬৬	৪৪	২২
১২.	ক্রফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর)	৬৫	৪৯	১৬
১৩.	ক্রফট ইনস্ট্রাক্টর (টি.আর/পার) সিন্ডিক	২	২	০
১৪.	টি.আর.এ	১	০	১
১৫.	ল্যাবরেটরি এশিস্ট্যান্ট	২	২	০
১৬.	ল্যাবরেটরি সহকারী বিজ্ঞান	২	২	০
১৭.	সিনিয়র হিসাব রক্ষক	১	০	১
১৮.	প্রমোশনাল/লাইব্রেরিয়ান (উচ্চতর স্কেল)	১	০	১
১৯.	ড্রাকটম্যান	১	১	০
২০.	রেজিস্ট্রার	১	০	১
২১.	হাফান সহকারী	১	০	১
২২.	উচ্চমান সহকারী	২	১	১
২৩.	হিসাব রক্ষক	১	১	০
২৪.	লাইব্রেরিয়ান	১	১	০
২৫.	স্টোর কিপার	১	১	০
২৬.	ক্যান্সিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১	১	০
২৭.	কেয়ার টেকার	১	১	০
২৮.	হার্মিসিস্ট	১	১	০
২৯.	অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার সুপ্রাক্ষরিক	৪	০	৪
৩০.	হিসাব সহকারী	২	২	০
৩১.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম লাইটলগার	১	১	০
৩২.	ড্রাইভার	২	২	০
৩৩.	ক্যান্সিয়ার	১	০	১
৩৪.	বুকস্টোর	১	০	১
৩৫.	বুকস্টোর (অফিস সহায়ক)	১	০	১
৩৬.	অফিস সহায়ক	২০	১৮	২
৩৭.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (মেশিন রিটার)	২	২	০
৩৮.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (সুইপার)	২	২	০
৩৯.	অত্যাবশ্যকীয় জনবল	স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত	৭০	০





বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.bteb.gov.bd

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৮
এর অনুচ্ছেদ ২৮ এর ক্ষমতাবলে এই প্রবিধান প্রণয়ন করা হলো)

০৪ (চার) বছর মেয়াদি
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম



ভিত্তিমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম প্রবিধান-২০২১

১. শিক্ষাক্রমের নাম ও মেয়াদ (Name and Duration of Curriculum):-

- ১.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় পরিচালিত প্রকৌশল বিভাগে থাকার এ শিক্ষাক্রমের নাম হবে **ভিত্তিমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং;**
- ১.২ এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ হবে ০৪ (চার) বছর, যা ০৮ (আট) টি পর্ব (Semester) স্বত্বস্বত্বে করা হবে;
- ১.২.১ এ শিক্ষাক্রমের ১ম হতে ৭ম পর্ব (Semester) হ'ল ইনস্টিটিউটে/প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে;
- ১.২.২ এ শিক্ষাক্রমের ৮ম পর্ব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সংক্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং ৯ম পর্ব ইনস্টিটিউটে/প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হবে;
- ১.২.৩ এ শিক্ষাক্রমের আওতায় পরিশিষ্ট (ক) তে বর্ণিত টেকনোলজিসমূহ নির্ধারিত থাকবে। তবে প্রয়োজনে বোর্ড এতে সংশোধন ও বিস্তারিত করতে পারবে;
- ১.২.৪ এ শিক্ষাক্রমের মোট ক্রেডিট ১৪০-১৬০-এর মধ্যে নির্ধারিত থাকবে;
- ১.২.৫ এ শিক্ষাক্রমের মোট ক্রেডিট এর ১০-১৫% সোস্যাল স্কিল, ১৪-১৭% সাইন্স ও ফাউন্ডেশন, ১০-১২% রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ৫০-৬০% কোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের জন্য নির্ধারিত থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের ক্রেডিটের শতকরা হার সমত্যা করা যাবে;
- ১.২.৬ এ শিক্ষাক্রমের বিষয়/বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের শ্রেণীকক্ষের মোট শিক্ষা ঘণ্টার অনুপাত হবে ৪০:৬০। তবে কোর্স বিশেষে ৫৫% কম বা বেশি হতে পারে;
- ১.৩ এ শিক্ষাক্রমের আওতায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত টেকনোলজিভিত্তিক পঠিত্রের কাঠামো (ফোর্স ট্রাক্টার) পরিশিষ্ট (খ) অনুযায়ী নির্ধারিত থাকবে। পঠিত্রের কাঠামোতে বিষয়ের নাম, বিষয় কোড, শারাবাহিক ও তুল্যতা পরীক্ষার মানবর্তন (নম্বর সিস্টেম) এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যালবহ মোট ক্রেডিট সর্ভবিশেষিত থাকবে। পঠিত্রের কাঠামো অনুসারে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিবরণিতিক পঠিত্রটি অনুসারে এই শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করবে;
- ১.৪ এ শিক্ষাক্রমের সকল টেকনোলজির পাঠ্য বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের সাপ্তাহিক ক্লাস বসায় T (থিওরি) ও P (প্রেক্ষিকায়ন) হার বোঝানো হবে এবং প্রতি এক পিরিয়ডের তাত্ত্বিক ক্লাস এক ক্রেডিট-আওয়ার ও প্রতি তিন পিরিয়ডের ব্যবহারিক ক্লাস এক ক্রেডিট-আওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। এক পিরিয়ডের সমসীমা হবে ৫০ মিনিট। এক ক্রেডিট-অওয়ারের মান হবে ৫০ নম্বর;
- ১.৫ এ শিক্ষাক্রমের প্রতি পর্বের প্রতিষ্ঠানিক পিন্ডা সমাধান হবে ১৬ কার্য সমূহ। প্রতি কার্য সমূহে মোট ৫০-৬০ পিরিয়ড ক্লাস অন্তর্ভুক্ত হবে;
- ১.৫.১ প্রতি কার্য সমূহে প্রতি পর্বের তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের ৫১ (এক) ক্রেডিট অওয়ারের জন্য এক পিরিয়ডের একটি ক্লাস অন্তর্ভুক্ত হবে;
- ১.৫.২ প্রতি কার্য সমূহে প্রতি পর্বের ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ৫১ (এক) ক্রেডিট আওয়ারের জন্য তিন পিরিয়ড একত্র একই ব্যবহারিক ক্লাস অন্তর্ভুক্ত হবে;
- ১.৬ এ শিক্ষাক্রমের সকল টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের বিবরণিতিক কৃত্যারনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১.৬.১ ও পরবর্ত্তিক নম্বরপত্র (Transcript) প্রদানের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১.৬.১ ও ১.৬.২ এবং সকল পর্বের সকল বিষয়ে কৃত্যকার্য শিক্ষার্থীদের সমন্বিত প্রদানের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১.৬.১, ১.৬.২ ও ১.৬.৩ প্রযোজ্য হবে। এছাড়া এ শিক্ষাক্রমের মানসম্পন্নভাবে পাঠদানের লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ১.৬.৫ প্রযোজ্য হবে;
- ১.৬.১ **গ্রেডিং পদ্ধতি (The Grading System):**

প্রতি পর্ব (Semester) এককাল শিক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সেরার গ্রেড এবং অগ্রপ্রেক্ষিতে গ্রেড গণনা (GP) কর্তন করবে। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সেরার গ্রেড এবং অগ্রপ্রেক্ষিতে গ্রেড গণনা নিয়ে ছাত্র আদ্যকরে উপস্থাপন কর হসবা;

প্রাপ্ত নম্বর	সেরার গ্রেড	গ্রেড গণনা (GP)
৮০% বা তদুর্ধ্ব	A+	৪.০০
৭২% থেকে ৮০% এর নিচে	A	৩.৭৫
৭০% থেকে ৭২% এর নিচে	A-	৩.৫০
৬২% থেকে ৭০% এর নিচে	B+	৩.২৫
৬০% থেকে ৬২% এর নিচে	B	৩.০০
৫৫% থেকে ৬০% এর নিচে	B-	২.৭৫
৫০% থেকে ৫৫% এর নিচে	C+	২.৫০
৪২% থেকে ৫০% এর নিচে	C	২.২৫
৪০% থেকে ৪২% এর নিচে	D	২.০০
৪০% এর নিচে	F	০.০০



১.৬.২ পড় প্রতি পদে নিম্নলিখিত পদ্ধতি (Calculation of GPA):

নিচে নতুন পণ্ডিত সিনিয়র প্রকৌশলিক প্রথম বর্ষের প্রথম- পিতামহীর গার GP-এর বিভিন্ন GPA নিম্নলিখিত পদ্ধতি দেখানো হলো:

Sub. code	Name of the subject	T	P	C	Letter Grade	Grade Point (GP)	CxGP
21011	Engineering Drawing	0	6	2	A	3.75	7.50
25711	Bangla-I	2	0	2	A+	4.00	8.00
25712	English-I	2	0	2	A	3.75	7.50
25911	Mathematics-I	3	3	4	A+	4.00	16.00
25913	Chemistry	3	3	4	A+	4.00	16.00
26711	Basic Electricity	3	3	4	B+	3.25	13.00
25811	Social Science	2	0	2	A	3.75	7.50
26411	Civil Engineering Materials	2	3	3	A+	4.00	12.00
Total		17	18	23		30.50	87.50

$$\Sigma C = 23 \times (C \times GP) = 87.50$$

$$GPA = \frac{\Sigma C \times GP}{\Sigma C} = \frac{87.5}{23} = 3.80$$

১.৬.৩ পর্ব ভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব (Semester Wise GPA Weightage): নিচে পর্ব ভিত্তিক GPA গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো:

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব
১ম পর্ব	৪%
২য় পর্ব	৫%
৩য় পর্ব	১০%
৪র্থ পর্ব	১০%
৫ম পর্ব	২০%
৬ষ্ঠ পর্ব	২০%
৭ম পর্ব	২০%
৮ম পর্ব (ইন্টার ট্রেনিং)	১০%
	মোট = ১০০%

১.৬.৪ CGPA (Cumulative Grade Point Average) নিম্নলিখিত পদ্ধতি: নিচে পর্ব ভিত্তিক প্রথম GPA ও GPA এর গুরুত্ব এবং গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ অনুসারে CGPA নিম্নলিখিত পদ্ধতি দেখানো হলো:

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক (GPA)	পর্ব ভিত্তিক GPA এর গুরুত্ব	গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ (X)
১ম	৩.৮০	৪%	০.১৫২
২য়	৩.৬০	৫%	০.১৮০
৩য়	৪.০০	১০%	০.৪০০
৪র্থ	৩.৮২	১০%	০.৩৮২
৫ম	৩.৯০	২০%	০.৭৮০
৬ষ্ঠ	৪.০০	২০%	০.৮০০
৭ম	৩.৭০	২০%	০.৭৪০
৮ম	৪.০০	১০%	০.৪০০
			৩.৮৭২

$$\Sigma X = ৩.৮৭২$$

$$CGPA = ৩.৮৭$$

- ১.৬.৫ মানসম্পন্ন পাঠ্যক্রমের জন্য সুপারিশকৃত সাপ্তাহিক পিরিয়ড নিয়ে পদবী অনুসারে মানসম্পন্ন পাঠ্যক্রমের জন্য সুপারিশকৃত সাপ্তাহিক পিরিয়ড উপস্থাপন করা যাবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত সাপ্তাহিক পিরিয়ড বৈকল্পিক ভাবে কমে বা বেশি হতে পারে;

পদবী	সাপ্তাহিক পিরিয়ড
অধ্যক্ষ	২-৪
উপাধ্যক্ষ	৪-৮
চিফ ইন্সট্রাক্টর	১০-২৪
ইন্সট্রাক্টর	১৬-২০
ওয়াকশপ সুপার	১৪- ১৮
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	১৮-২৪

- ১.৭ কর্মসংস্থানের সুযোগ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এ শিক্ষাক্রমে নতুন টেকনোলজি সংযোজন করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত টেকনোলজির রেজিটি ও সমরসীমা প্রচলিত/বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের অনুরূপ হতে হবে। এছাড়া চাহিদা নেই এমন টেকনোলজি বোর্ড প্রত্যাহার/অস্তিত্ব করতে পারবে;
- ১.৮ এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ মীন সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে অর্ধিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর হবে এবং প্রয়োজনে বোর্ড এই শিক্ষাক্রমের আওতাধীন অর্ধিকৃত ও পুনঃঅর্ধিকরণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে প্রবিধান-২০২২ এর আওতায় নিয়ে আসতে পারবে;
- ১.৯ এ শিক্ষাক্রমে কাঠামোতে কোন টেকনোলজির বিষয়/বিষয়সমূহের পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং কাঠামোর তালিকার নতুন বিষয়/বিষয়সমূহ সংযোজন এবং চাহিদা নেই এমন বিষয়/বিষয়সমূহ প্রত্যাহার করার ক্ষমতা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২. ভর্তির যোগ্যতা ও নিয়মাবলি (Qualification and Rules of Admission):

- ২.১ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে ১ম পর্বে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাপ্ত যোগ্যতা এনএসসি বা সমমানের পরীক্ষার পাস ;
- ২.২ এটএসসি (জোকেশনাল) উর্দূ শিক্ষার্থীর রেজিটি সময়সময় মাধ্যমে শূন্য আসনে ক্রান্তির পর্যায়ে ৪র্থ পর্বে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে;
- ২.৩ এটএসসি (বিজ্ঞান) উর্দূ শিক্ষার্থীর রেজিটি সময়সময় মাধ্যমে ৩ম পর্বের কোনো টেকনোলজিতে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এছাড়া এটএসসি (জোকেশনাল) উর্দূ শিক্ষার্থীর এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে;
- ২.৪ ইংরেজি ভাষায় বিশেষী শিক্ষার্থীর পাশাপাশি আত্মীয় শ্রেণী শিক্ষার্থীরাও অধ্যয়ন করতে পারবে;
- ২.৫ বোর্ডের ভর্তি নীতিমালা অনুসারে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সুপারিশের আলোকে ১ম, ৩য় ও ৪র্থ পর্বে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে;
- ২.৬ এ শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তি নীতিমালা অনুসৃত হবে।

৩. নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও মেয়াদ (Process and Duration of Registration):

- ৩.১ ১ম পর্বে ভর্তির পর বোর্ড কর্তৃক সরবরহিত নিবন্ধন তথ্য ফর্ম (RIP) পূরণ করে বা বোর্ড নির্দেশিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন তথ্য ফর্ম তৎকালেই বা মাধ্যমে পূরণ করে নির্ধারিত ফি বোর্ডের অনুকূলে প্রদানপূর্বক জািস শুরুর ৪৫ (পঁয়তালিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধনচুক্তি করতে হবে। এছাড়া ৩য় ও ৪র্থ পর্বে সরাসরি অর্ধিকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি সম্পন্ন হওয়ার ৩০ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধনচুক্তি করতে হবে;
- ৩.২ ১ম পর্বে অর্ধিকৃত শিক্ষার্থীর নিবন্ধনের (Registration) মেয়াদ হবে ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ষাটবার্ষিকভাবে ৮ (আট) শিক্ষাবর্ষ। এবং ৩য় ও ৪র্থ পর্বে সরাসরি অর্ধিকৃত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের (Registration) মেয়াদ হবে ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ষাটবার্ষিকভাবে ৭ (সাত) শিক্ষাবর্ষ;
- ৩.৩ নিবন্ধনের মেয়াদ থাকা অবস্থায় কোন শিক্ষার্থী এ শিক্ষাক্রমে উর্দূ হতে পারবে হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বোর্ড নির্ধারিত সংযোগ রক্ষাকারী ফি (Retention Fee) পরিশোধ করে রেজিস্ট্রেশন শাখা হতে নিবন্ধনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে অবশেষ পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে এ নিবন্ধনের মেয়াদ হবে ৩১ (এক) বছর এবং এ সুযোগ শুধুমাত্র একবারই গ্রহণ করা যাবে। উক্ত সরবরহিত তথ্য ও সুযোগ গ্রহণ করেও পরীক্ষার অনুর্দূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এ নিবন্ধনের আওতার অধাযনের অধীন কোন সুযোগ পাবে না;
- ৩.৪ এ শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নরত অবস্থায় কোন শিক্ষার্থী অন্য কোন শিক্ষাক্রমে অথবা এ শিক্ষাক্রমে কোন টেকনোলজিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় বা অধ্যয়ন শেষে অন্য কোন টেকনোলজিতে ভর্তি/অধ্যয়ন করতে পারবে না। এর বাতিল হলে তার নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে;



- ৩.৫ শিক্ষা কার্যক্রম পরিপন্থি কোন কারণে সন্তোষ প্রতিক্রিয়ার শিক্ষা পরিষদের সুশাসিত অনুষ্টী শিক্ষার্থীর নিবন্ধন (Registration) স্থগিত/বাকিস করার ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে;
- ৩.৬ কোন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করতে চাইলে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কি প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মূল নিবন্ধনপত্র এবং প্রবেশপত্র ও নম্বরপত্র (প্রবেশিকা ফর্ম) অসম প্রদানপূর্বক ভর্তি বাতিল করে মূল নম্বরপত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ফেরত নিতে পারবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরবর্তী ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারিত কি-সং মূল নিবন্ধনপত্র এবং প্রবেশপত্র ও নম্বরপত্র (প্রবেশিকা ফর্ম) অসম প্রদান করে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন মাধ্যম হতে শিক্ষার্থীর ভর্তিসহ নিবন্ধন বাতিল করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভর্তি বাতিল হলেও তা কার্যকর হবে না।

৪.০ ধারাবাহিক ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের সাধারণ নিয়মাবলী (General Procedure of Continuous and Semester Final Examination and Evaluation):

- ৪.১ কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে স্নোট অনুষ্ঠিত ক্লাসের শতকরা ৯০ অর্ধ ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাকে সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য স্বয়ং পূরণের অনুমতি বা পরীক্ষার অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে অনুস্থিত বা তদ্য কোন প্রয়োজ্য কারণে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুশাসিতভাবে অক্ষয়/প্রতিষ্ঠান প্রধান সর্বোচ্চ শতকরা ৯০ অর্ধ অনুপস্থিতি মওকুফ করতে পারবে। পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষা তথ্য করম (EIF) পূরণের দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্লাসের সিস্টিকে হাজিরা গণনা করতে হবে;
- ৪.২ ১ম শর্বে নিবন্ধনকৃত কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা অর্ধের বর্ধ বা ধারাবাহিক মূল্যায়নে তৃপ্তকর্ম বা অন্য কোন কারণে পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সময় পূরণে কার্য হ্রাস উক্ত শিক্ষার্থীর নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ৪.৩ ২ম শর্বে কাঠিত নির্ধারিত হাজিরা অর্ধের বর্ধ বা ধারাবাহিক মূল্যায়নে অত্রকর্ম বা শিক্ষা পরিষদের শিকট প্রয়োজ্য অন্য কোন কারণে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় সময় পূরণে কার্য শিক্ষার্থী যে পর্বে কার্য হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ঘাটা সাপেক্ষে যাবতাবিকভাবে পরপর সর্বোচ্চ দু'বার পুনরায় ভর্তি হয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এ সময়ের মধ্যে সুযোগ গ্রহণে কার্য ও পরামের শিক্ষার্থীর নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে;
- ৪.৪ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা বর্ষপত্রি অনুযায়ী এ শিক্ষাক্রমের পর্ব সমাপনী পরীক্ষাসহ ব্যবস্টীয় শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত/পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে বোর্ড শিক্ষা বর্ষপত্রি সংশোধন করতে পারবে;
- ৪.৫ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়মাংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন হবে;
- ৪.৬ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়মাংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক সম্পন্ন হবে;
- ৪.৭ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়মাংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার বিষয়িত সমন্বয়িত (Routine) প্রণয়ন ও শর্তীক্ষার তেত্র নির্ধারন করে বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;
- ৪.৮ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়মাংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব/কার্যপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে;
- ৪.৯ সকল পর্বের প্রতিটি তাত্ত্বিক বিষয়ের বা বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের নির্ধারিত স্নোট নম্বরের ৪০% নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৬০% নম্বর চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পর্ব সমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে;
- ৪.১০ ১ম হতে ৭ম শর্বে প্রতি বিষয়/বিষয়মাংশের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকের অনুষ্ঠিত/বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও পর্ব সমাপনী পরীক্ষার পাস নম্বর হবে পৃথকভাবে শতকরা ৬০ অর্ধ, D গ্রেড এবং প্রতি বিষয়/বিষয়মাংশের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে গুণীর্ণ হতে হবে;
- ৪.১১ প্রতিটি তাত্ত্বিক বিষয়ের বা বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন শতক ও মানবন্টন হবে নিম্নবৃত্ত
- ৪.১১.১ পর্ব মধ্য পরীক্ষা, ক্লাস টেস্ট, কুইজ, প্রজেক্টশন, গ্রোসাইনফর্মেন্ট ও শিক্ষার্থী উপস্থিতি নম্বরের সমন্বয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর নির্ধারিত হওয়া ধারাবাহিক মূল্যায়নে ন্যূনতম দুইটি ক্লাস টেস্ট ও দুইটি কুইজ অনুষ্ঠিত হবে;
- ৪.১১.২ পর্ব মধ্য, ক্লাস টেস্ট, কুইজ ও উপস্থিতির জন্য নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নবৃত্ত:

তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবন্টন:	
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	৪০% এর ক্ষেত্রে
পর্ব মধ্য	২০%
ক্লাস টেস্ট	০৬%
কুইজ	০৪%
প্রজেক্টশন ও গ্রোসাইনফর্মেন্ট	০৪%
উপস্থিতি	০৬% (৩০% উপস্থিতির উর্ধ্বে আনুষ্ঠানিক হতে)
উপস্থিতির বাধ্যতাসহ ২০% এর উপরে- ০৫%; ৮০% - ৮৯% ০৬%;	

- ৪.১১.৩ পূর্ব সনদ পত্রীমা সেমিস্টারের ৮ম সপ্তাহে/বর্ষপত্রি অনুসারে সম্পন্ন হবে;
- ৪.১১.৪ বিবর্ত শিক্ষকরা ক্লাস টেকের এডিং, সময় ও স্থান পূর্বে শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করবেন। রম ও ১৩তম সপ্তাহে ক্লাস টেক অনুষ্ঠিত হবে। সুইজসমূহ ক্লাস চলাকালীন যে কোন সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে;
- ৪.১১.৫ বিবর্ত শিক্ষক ক্লাস টেক ও কুইজ এবং মঞ্চপর্ব পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের অবশতির জন্য ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের পর নবরপত্র এবং পরীক্ষিত উত্তরপত্র বিবর্ত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধানের নিকট জমা দিবেন;

৪.১২ সকল পর্বের ত্রৈমিক বিষয়/বিষয়বস্তুর চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার প্রাপ্ত বোর্ড কর্তৃক প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব/কার্যপ্রণ কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) এর নিকট প্রেরণ করা হবে;

৪.১২.১ সকল পর্বের ত্রৈমিক বিষয়/বিষয়বস্তুর চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার ০১ (এক) ক্রেডিট আওতারের জন্য পূর্ণমান হবে ৫০ এবং পরীক্ষার সময় হবে ০২ (দুই) ঘণ্টা। ৩০ নম্বরের প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মানকনিম্ন হবে নিম্নরূপঃ

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত ৭ টি প্রশ্ন থাকবে। সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০১ (এক)। অর্থাৎ $০১ \times ৭ = ৭$;

খ- বিভাগ: সংক্ষিপ্ত ০৫ টি প্রশ্ন থাকবে।সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০২ (দুই)। অর্থাৎ $০২ \times ৫ = ১০$;

গ-বিভাগ: রচনামূলক ০৪ টি প্রশ্ন থাকবে। অর্থাৎ ০৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০৫ (পাঁচ)। অর্থাৎ $০৫ \times ০৪ = ২০$;

৪.১২.২ সকল পর্বের ত্রৈমিক বিষয়/বিষয়বস্তুর চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার ০২ (দুই) ক্রেডিট আওতারের জন্য পূর্ণমান হবে ৬০ এবং পরীক্ষার সময় হবে ০৩ (তিন) ঘণ্টা। ৩০ নম্বরের প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মানকনিম্ন হবে নিম্নরূপঃ

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত ১০ টি প্রশ্ন থাকবে। সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০১ (এক)। অর্থাৎ $০১ \times ১০ = ১০$;

খ- বিভাগ: সংক্ষিপ্ত ১০ টি প্রশ্ন থাকবে।সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০২ (দুই)। অর্থাৎ $০২ \times ১০ = ২০$;

গ-বিভাগ: রচনামূলক ০৫ টি প্রশ্ন থাকবে। অর্থাৎ ০৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০৬ (ছয়)। অর্থাৎ $০৬ \times ০৫ = ৩০$;

৪.১২.৩ সকল পর্বের ত্রৈমিক বিষয়/বিষয়বস্তুর চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার ০৩ (তিন) ক্রেডিট আওতারের জন্য পূর্ণমান হবে ৯০ এবং পরীক্ষার সময় হবে ০৩ (তিন) ঘণ্টা। ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মানকনিম্ন হবে নিম্নরূপঃ

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত ১০ টি প্রশ্ন থাকবে। সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০২ (দুই)। অর্থাৎ $০২ \times ১০ = ২০$;

খ- বিভাগ: সংক্ষিপ্ত ১০ টি প্রশ্ন থাকবে।সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০৩ (তিন)। অর্থাৎ $০৩ \times ১০ = ৩০$;

গ-বিভাগ: রচনামূলক ০৭ টি প্রশ্ন থাকবে। অর্থাৎ ০৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ০৬ (ছয়)। অর্থাৎ $০৬ \times ০৭ = ৪২$;

৪.১২.৪ বোর্ড প্রয়োজনে প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মানকনিম্ন পরিবর্তন আনতে পারবে;

৪.১৩ সকল পর্বের বাৎসরিক বিষয় বা কোন বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের মোট নির্ধারিত নম্বরের ৫০% নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৩ ৫০% নম্বর ব্যবহারিক চূড়ান্ত মূল্যায়ন বা পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকবে;

৪.১৩.১ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবণ্টন হবে নিম্নরূপঃ

ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবণ্টন:	
মূল্যায়নের কেন্দ্র	৫০% এর ক্ষেত্রে
ক. জন্ম এন্ড পেরিসেন্ট	২০%
খ. বাড়ির কাল	০৫%
গ. জন্ম এন্ড পেরিসেন্ট রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	০৫%
ঘ. জন্ম এন্ড পেরিসেন্টের উপর বৈদিক পরীক্ষা	০৫%
ঙ. আচরণ	০২%
চ. উপস্থিতি	০৪%
[উপস্থিতি ১০% এর উপরে ০৬%; ১০% - ১৯% এর মধ্যে ০৮-০৭%]	



৪.১৩.২ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের চূড়ান্ত বা পর্ব সমাপনী মূল্যায়নের মানবর্তন হবে নিম্নলিখিত

ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী মূল্যায়নের মানবর্তন:	
মূল্যায়নের ক্ষেত্র	৫০% এর ফেলে
ক. কন্সট্রাক্শন/সেট	১০%
খ. তত্ত্ব প্রকল্প/সেট রিপোর্ট	১০%
গ. অধ্যয়ন/সেট রিপোর্ট চূড়ান্ত/সেট সময়ে মৌখিক পরীক্ষা	১০%

- ৪.১৩.৩ পর্ব সমাপনী পরীক্ষার অব্যবহিত পর অনাক্ষয়নীয়ভাবে মূল্যায়নকৃত সকল প্রকার পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট উত্তরণ ও তাৎক্ষণিক ইনস্টিটিউটে পরবর্তী পর্ব পরীক্ষা সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। বোর্ডের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণ বিভাগ তত্ত্বাবধানে মান পরীক্ষা করার জন্য প্রেক্ষিত উত্তরণগুলো মূল্যায়ন করবে এবং উক্ত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান-পুণোর মানের সমতা বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- ৪.১৩.৪ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের তাত্ত্বিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা শেষে ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী ও অনাক্ষয়নীয় ব্যবহারিক পরীক্ষার যৌথভাবে পরিচালনা করবেন। সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদানকারী শিক্ষক উক্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কর্মকর্তা অনাক্ষয়নীয় ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগ করবেন এবং বোর্ডে ২০% অনাক্ষয়নীয় ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগ করা হবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং তত্ত্বাবধানে রাখার সুবিধার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক ও ৩০ জনের মধ্যে বিভাজন করে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সনদসূচি প্রস্তুত করে পরীক্ষা প্রার্থী করতে হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যাকে নির্ধারিত তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করা হবে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিস্তারিত প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কর্মকর্তা অনুমোদনক্রমে পোলিশের মাধ্যমে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিস্তারিত সনদসূচি পরীক্ষার্থীদেরকে অব্যবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- ৪.১৩.৬ অনাক্ষয়নীয় ও অনাক্ষয়নীয় ব্যবহারিক পরীক্ষার যৌথভাবে ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন;
- ৪.১৩.৭ অনাক্ষয়নীয় ব্যবহারিক পরীক্ষার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষার নম্বর প্রধান করবেন। এ বিষয়ে সম্মতিসাধন দেখা দিলে তত্ত্বাবধানে ব্যবহারিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;
- ৪.১৩.৮ অনাক্ষয়নীয় পরীক্ষার কর্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক যাত্রাবাহিক নম্বর বিচার্য প্রথম/ইনস্টিটিউটে প্রথম কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের করে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;
- ৪.১৩.৯ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর এ দিনই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিব/তত্ত্বাবধানে কর্মকর্তা (সেট/ইন-চার্জ) তাত্ত্বিক বিষয়ের উত্তরণসমূহ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা শাখার নির্দেশ মোতাবেক পুনরাবলম্বন করে বিমুক্ত পার্শ্বের ডাকঘরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করবেন। তবে কোন কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন উত্তরণসমূহ বোর্ডে প্রেরণ করা হলে কেন্দ্রের সচিব/তত্ত্বাবধানে কর্মকর্তা (সেট/ইন-চার্জ) সংশ্লিষ্ট ঘটনা তদন্ত করে পুনরাবলম্বন উত্তরণসমূহ আনয়ন প্রক্রিয়াতে সংরক্ষণ করবেন এবং বিভিন্ন কপি সহ পরের দিন পুনরাবলম্বন উত্তরণসমূহ বিমুক্ত পার্শ্বের ডাকঘরে বোর্ডে প্রেরণ করবেন;
- ৪.১৩.১০ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের চূড়ান্ত মূল্যায়ন/পর্ব সমাপনী পরীক্ষার তাত্ত্বিক বিষয়ের উত্তরণসমূহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এবং বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক, নির্দেশক ও প্রধান পরীক্ষক দ্বারা যথাসময়ে মূল্যায়ন, নির্দেশক ও চূড়ান্ত নির্দেশক করে কমান্ড প্রদান করা হবে এবং ৮ম পর্বে ইন্টারিম্যান প্রিন্ট এর মূল্যায়ন অনুচ্ছেদে ৬.৩ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদিত হবে ও বোর্ড কর্তৃক কমান্ড প্রদান করা হবে;
- ৪.১৩.১১ সকল পর্বের তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর এবং ব্যবহারিক যাত্রাবাহিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রাপ্ত নম্বর এবং ইন্টারিম্যান প্রিন্ট এর নম্বর একত্র করে বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মনোমুখ প্রদান এবং ২৪ ঘণ্টা ভিতর মনোমুখ প্রকাশ করা হবে।

৪.১৩.৩ পর্বিক্রমিক ফলাফল এবং উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ ঘোষণা (Semester wise Result and Pass or Fail Declaration):

- ৪.১৩.৩.১ তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। অল্প অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী যে পর্বে অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে ধারাবাহিকভাবে পর পর সর্বোচ্চ দু'বার বোর্ড নির্ধারিত কি নিজে পুনঃঅর্জন করে নিশ্চিতভাবে উক্ত অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অধ্যয়ন করে সংশ্লিষ্ট পর্ব সমাপনী পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহে সফল অংশের অর্থাৎ তাত্ত্বিক/ব্যবহারিক ও পর্ব সমাপনী অংশে পৃথকভাবে এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী ও ধারাবাহিক অংশে পৃথকভাবে কৃতকার্য হতে হবে। এ পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষার অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের তার কোন সুযোগ থাকবে না ;
- ৪.১৩.৩.২ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষার অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্বে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে।

০.২.১ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শব্দের পূর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পূর্বে যে কোন এক/দুই/তিন বিষয়ে অধিক/ব্যবহারিক সমাপনী অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীর পরবর্তী পূর্বে সাময়িকভাবে প্রমের অধ্যয়নের সুযোগ অস্বীকার থাকবে এবং উক্ত শিক্ষার্থী নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এরূপ শিক্ষার্থী নিয়মিত পূর্বের চূড়ান্তপর্ব সমাপনী পরীক্ষার সাথে প্রতি পূর্বের কেন্দ্র ফিল্ড বোর্ডের নির্ধারিত কি দিয়ে ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট পূর্বের সকল বিষয়ের সাথে পূর্ববর্তী শব্দের সকল অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ পরীক্ষার অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহের উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পূর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে;

০.২.২ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শব্দের পূর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পূর্বে চার বা ততোধিক বিষয়ে অধিক/ব্যবহারিক সমাপনী অংশে অকৃতকার্য হলে সংশ্লিষ্ট পূর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে এবং পরবর্তী পূর্বে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের প্রমের সুযোগ স্বাৎক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর অকৃতকার্য বিষয়সমূহের পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সালে কে বোর্ড নির্ধারিত কি প্রধানপূর্বক ফরম পূরণ করে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী পর্যাপ্তসমূহের পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এসকল পরীক্ষার্থী পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পূর্বের ক্রম শুরুর ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে প্রতিক্রিয়া পুনঃভর্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। তবে এসকল শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কি প্রদান সালে কে বোর্ড কর্তৃক পুনঃভর্তির অনুমোদন নিতে হবে। এ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে তার প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পূর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে;

০.২.৩ কোন শিক্ষার্থী ৭ম পূর্বের বিষয়সমূহের পরীক্ষায় চার বা ততোধিক বিষয়ে অধিক/ব্যবহারিক সমাপনী অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীর সাময়িকভাবে পরবর্তী পূর্বে অধ্যয়নের সুযোগ অর্থাৎ ৮ম পূর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং অস্বীকার থাকবে। সংশ্লিষ্ট ৮ম পূর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংএর পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার সাথে ৭ম পূর্বসহ অন্যান্য পূর্বের অধিক/ব্যবহারিক অংশের অকৃতকার্য বিষয়সমূহের বোর্ডের নির্ধারিত ফিসহ, কেন্দ্র কি দিয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়/বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট পূর্বের ফলাফল নির্ধারণ করা হবে;

০.৫ উপপ্রাক ০.২.১ ধারায় বর্ণিত কোন শিক্ষার্থী ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ পূর্বে এক/দুই/তিন বিষয়ে অধিক/ব্যবহারিক অংশে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীর পরবর্তী পূর্বে সাময়িকভাবে প্রমের অধ্যয়নের অনুরতি অস্বীকার থাকবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট পূর্বের ক্রম শুরুর দুই সপ্তাহের মধ্যে বোর্ড হতে তাদের পুনঃভর্তির অনুমোদন নিতে হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে খর ০.২.১ প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য থাকে যে, চার বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে সাময়িকভাবে প্রমের অধ্যয়নের অনুরতি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এরূপ শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পূর্বে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে;

০.৬ কোন শিক্ষার্থী ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার অধিক/ব্যবহারিক অংশে অধিক তিন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। সে ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষার্থী ৮ম পূর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পূর্ববর্তী পর্যাপ্তসমূহের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে প্রতি পূর্বের কেন্দ্র ফিল্ড বোর্ডের নির্ধারিত কি দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ উত্তীর্ণ হলে ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য না হওয়া পূর্বে ৮ম পূর্বের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে না। উল্লেখ্য, যে সালে অনুত্তীর্ণ পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অকৃতকার্য হবে, সে সাল উত্তীর্ণ সাল হিসেবে বিবেচিত হবে;

০.৭ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ উত্তীর্ণ হলেও যদি ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ/৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম পূর্বের কোন বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য থাকে তবে প্রতি পূর্বের কেন্দ্র ফিল্ড বোর্ডের নির্ধারিত কি দিয়ে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সালে কে পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে পারবে। উক্ত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রে ফলাফল নির্ধারিত হবে;

০.৮ কোন শিক্ষার্থী ৮ম পূর্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এ ব্যবহারিক/সমাপনী পরীক্ষায় সুযোগে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। এক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এর ব্যবহারিক ব্যবহারিক সুযোগে অকৃতকার্য হলে আসন্ন পূর্বে নিজ ধরতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং গ্রহণ করে অনিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ব্যবহারিক পূর্ব সমাপনী পরীক্ষার অকৃতকার্য হলে আসন্ন পূর্বের সমাপনী পরীক্ষার সাথে পুনমাত্র ব্যবহারিক পূর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে;

০.৭ কোন শিক্ষার্থী কোন পূর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী পূর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকলে ঐ শিক্ষার্থী সে পূর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত রয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পূর্বে ধারাবাহিকভাবে পরপর সর্বোচ্চ দু'বার রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সালে কে পুনঃভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে তাফে বোর্ডে সংযোগ রক্ষাকারী কি প্রধান করতে হবে। সেমিস্টার অসম্পন্ন ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে পুনঃভর্তি সম্পন্ন করে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে;

০.৮ কোন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী দারাবাহিকভাবে বা পর্যায়ক্রমে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে হলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সালে কে নির্ধারিত কি প্রদান করে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পূর্বসূচি নিতে হবে।



- ৫.৯ কোন পরীক্ষার্থী নব্বই বছরের কৃতকার্য হওয়ার পর CGPA প্রাপ্ত হলে এবং প্রাপ্ত CGPA এর মান জামানে অগ্রহী হলে শিক্ষার্থী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ডি প্রদান করে ৫৯.৬৫ ও ৬৯ পর্যন্ত পর্যন্ত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে মান উন্নয়নে অগ্রহী পরীক্ষার্থী ০৬ (ছয়) টি তাত্ত্বিক বিষয়ে পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কোন বিষয়ে মান উন্নয়ন হলে সেটিকে বিবেচনায় নেওয়া হবে নতুবা ঐ বিষয়ের পূর্বের ফলাফল বহাল থাকবে। মান উন্নয়নকৃত বিদ্যালয়সমূহের ফলাফলের উপর সংশ্লিষ্ট পর্বের GPA এবং সমন্বিত CGPA প্রদান করা হবে। তবে এ সুযোগ শূন্যমান CGPA প্রাপ্তির পরবর্তী পর্ব সমাপনী পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তা একবারই প্রকাশ করা যাবে।

৬.০ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এর নিয়মাবলী ও নম্বরবন্টন (Rules and Mark Distribution of Industrial Training):

- ৬.১ ৮ম পর্বের ১৬ (ষোল) সপ্তাহের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর ১২ (বার) সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিসংস্থায় সম্পন্ন করতে হবে এবং ৪ (চার) সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটে সম্পন্ন করতে হবে;
- ৬.২ শিল্প কারখানা/সংস্থ/প্রকিষ্টান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের অধিক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শিক্ষক সৌভাগ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২ (বার) সপ্তাহব্যাপী ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি ও মূল্যায়ন করবেন;
- ৬.৩ ইনস্টিটিউটের ০৪ (চার) সপ্তাহ ট্রেনিং এ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্পে প্রস্তুত করতে হবে।
- ৬.৪ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ০৪ (চার) সপ্তাহের মোট ১৬ (ষোল) সপ্তাহের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষার সময় মূল্যায়নের অন্য পরীক্ষকদের সবার উপস্থাপন করতে হবে;
- ৬.৫ বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক পরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান সৌভাগ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং এর ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষা এবং প্রাক্কুরসেশন প্রকল্পে মূল্যায়ন করবেন এবং মূল্যায়নকৃত নম্বর বোর্ড নির্ধারিত নকশাপত্র বিধিবিধি করে গৌণ আকারে বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যবধি প্রেরণ করতে হবে;
- ৬.৬ কোন শিক্ষার্থীর হারিস ১০০% এর কম থাকলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং-এ অনুপ্রবেশ বোধ্য করা হবে;
- ৬.৭ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ১২ (বার) সপ্তাহে এর একটি ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে, যার মোট নম্বর হবে ৬০০ (ছাপ্পত) উক্ত মোট নম্বরের ব্যবহারিক ধারাবাহিকে ৫০% এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনীতে ৫০% নম্বর নির্ধারিত থাকবে। ইন্ডাস্ট্রিসংস্থায় ট্রেনিং এর ব্যবহারিক ধারাবাহিক এবং ব্যবহারিক পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম C+ গ্রেড বা শতকরা ৫০ নম্বর পেতে উত্তীর্ণ হতে হবে;
- ৬.৮ ইন্ডাস্ট্রি/সংস্থায় ট্রেনিং-এ ব্যবহারিক ধারাবাহিক নম্বরের ৫০% অর্থাৎ ৩০০ (তিনশত) নম্বরের বিকাশন নিজে প্রদান করা হলে;

সেন্সিটিন কাঙ্ক্ষ/অব	১৫০
হাতিরা	১০
সেন্সিটিন কাজের বেস্ট সংরক্ষণ (লাপ নই)	৫০
মোট	৩০০
[হারিসের ১০% বা এর উপর (আনুপাতিক হারে) = ১০-১০, ১০-৬১% (আনুপাতিক হারে) = ৫০-৬২]	

- ৬.৯ ইন্ডাস্ট্রিসংস্থায় ট্রেনিং-এর ব্যবহারিক সমাপনী পরীক্ষার নম্বরের ৫০% অর্থাৎ ৩০০ নম্বরের বিকাশন নিজে প্রদান করা হলে;

প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন	৫০
প্রতিবেদন মূল্যায়ন	১০০
প্রাক্কুরসেশন প্রকল্পে প্রস্তুত ও উপস্থাপন	৭৪
প্রাক্কুরসেশন প্রকল্পে মূল্যায়ন	৭৪
মোট	৩০০

৭.০ নকশাপত্র ও সনদপত্র প্রদান (Issuing Certificate and Transcript):

- ৭.১ ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ম, ৭ম ও ৮ম পর্বের Academic Transcript ইংরেজি ভাষায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে;
- ৭.২ সনদপত্র শিক্ষাক্রমের নাম ইংরেজি ভাষায় *Diploma-in-Engineering* হবে ;

৭.৩ বোর্ড পৰ্যায়িক প্রায় GPA এর ভিত্তিতে প্রযুক্তিকৃত CGPA এর আলোকে সমন্বিত নথিপত্র (Transcript) এবং সনদপত্র (Certificate) প্রদান করবে;

৭.৪ সনদপত্রে শিক্ষাক্রমের নাম ও মেয়াদ এবং অ্যালাইড টেকনোলজির নামসহ সংশ্লিষ্ট টেকনোলজির নাম উল্লেখ থাকবে(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। সনদপত্র ইংরেজি ভাষায়: Diploma-in- Engineering in Allied Technology (Specialization with Concern Technology) হবে;

যেমন: Diploma- in- Engineering in Civil Technology (Specialization with Environmental Technology);

৭.৪ সনদপত্রে শিক্ষাক্রমের বেয়ান উল্লেখসহ ইংরেজি ভাষায় প্রদান করা হবে।

৮.০ শিক্ষার্থী বদলি (Student Transfer):

৮.১ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বদলি নীতিমালা অনুসারে বদলি কমিটির সুপারিশের আলোকে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী বদলি করা যাবে। তবে শিক্ষার্থী বদলির ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম এবং টেকনোলজি শু শিক্ষকটির মিল থাকতে হবে;

৮.২ ১ম শব্দের কোন শিক্ষার্থীকে বদলি বিবেচনায় নেওয়া হবে না;

৮.৩ রুস শুরুর ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী বদলি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

৮.৪ সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কেবলমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং কোরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কেবলমাত্র কোরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলিতে ভর্তির সুযোগ পাবে;

৮.৫ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষার্থীকে শক্তিশালক বদলি করা যাবে। এসকল বদলির ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক গঠিত বদলি কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৯.০ পরীক্ষানুষ্ঠানের সমন্বিত শৃঙ্খলাবিধি (Integrated Regulation of Examination):

বোর্ডের অনুমোদিত সমন্বিত শৃঙ্খলাবিধি ও উপবিধি এ শিক্ষাক্রমের জন্য অনুসরণ করা হবে। সরকারের ১৯৮০ সনের পাবলিক এক্সামিনেশন গ্রান্ট (সংশোধনীসহ) একত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া সরকারের সময়ে সময়ে জারীকৃত নীতিমালা অনুসৃত হবে।

১০.০ সংরক্ষণ (Preservation):

এ প্রতিষ্ঠানের কোন খাতিয়া/খাতিয়াসহেব অথবা অনুলিখিত কোন বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের অধিকার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং বোর্ডের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

----- ০ -----



প্রবিধান ২০২২-এর কোর্স-কারিকুলাম

Civil Technology (64)

1st Semester

Sl. No.	Subject Code	Name of the Subject	T	P	C	MARKS				Grand Total
						Theory		Practical		
						Cont. Assess	Final Exam.	Cont. Assess	Final Exam.	
1.	21011	Engineering Drawing	0	6	2	0	0	50	50	100
2.	25711	Bangla-1	2	0	2	40	60	0	0	100
3.	25712	English-1	2	0	2	40	60	0	0	100
4.	25811	Social Science	2	0	2	40	60	0	0	100
5.	25911	Mathematics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
6.	25913	Chemistry	3	3	4	60	90	25	25	200
7.	26411	Civil Engineering Materials	2	3	3	40	60	25	25	150
8.	26711	Basic Electricity	3	3	4	40	90	25	25	200
Total			17	18	23	320	420	150	150	1,150

Electrical Technology (67)

1st Semester

Sl. No.	Subject Code	Name of the Subject	T	P	C	MARKS				Grand Total
						Theory		Practical		
						Cont. Assess	Final Exam.	Cont. Assess	Final Exam.	
1.	21011	Engineering Drawing	0	6	2	0	0	50	50	100
2.	25711	Bangla-1	2	0	2	40	60	0	0	100
3.	25712	English-1	2	0	2	40	60	0	0	100
4.	25812	Physical Education & Life Skill Development	0	3	1	0	0	25	25	50
5.	25911	Mathematics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
6.	25912	Physics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
7.	26711	Basic Electricity	3	3	4	40	90	25	25	200
8.	26712	Electrical Engineering Materials	2	0	2	40	60	0	0	100
Total			15	18	21	280	450	150	150	1,050

Mechanical Technology (70)

1st Semester

Sl. No.	Subject Code	Name of the Subject	T	P	C	MARKS				Grand Total
						Theory		Practical		
						Cont. Assess	Final Exam.	Cont. Assess	Final Exam.	
1.	21011	Engineering Drawing	0	6	2	0	0	50	50	100
2.	25711	Bangla-1	2	0	2	40	60	0	0	100
3.	25712	English-1	2	0	2	40	60	0	0	100
4.	25812	Physical Education & Life Skill Development	0	3	1	0	0	25	25	50
5.	25911	Mathematics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
6.	25912	Physics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
7.	27011	Basic Workshop Practice	0	3	1	0	0	25	25	200
8.	27012	Machine Shop Practice	1	6	3	20	30	50	50	150
Total			11	24	19	220	330	200	200	1,100

Power Technology (71)

1st Semester

Sl. No.	Subject Code	Name of the Subject	T	P	C	MARKS				Grand Total
						Theory		Practical		
						Cont. Assess	Final Exam.	Cont. Assess	Final Exam.	
1.	21011	Engineering Drawing	0	6	2	0	0	50	50	100
2.	25711	Bangla-1	2	0	2	40	60	0	0	100
3.	25712	English-1	2	0	2	40	60	0	0	100
4.	25811	Social Science	2	0	2	40	60	0	0	100
5.	25812	Physical Education & Life Skill Development	0	3	1	0	0	25	25	50
6.	25911	Mathematics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
7.	25912	Physics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
8.	27111	Power Engineering Fundamental	2	6	4	40	60	50	50	200
Total			14	21	21	280	420	175	175	1,050



Electronics Technology (68)

1st Semester

Sl. No.	Subject Code	Name of the Subject	T	P	C	MARKS				Grand Total
						Theory		Practical		
						Cont. Assess	Final Exam.	Cont. Assess	Final Exam.	
1.	21011	Engineering Drawing	0	6	2	0	0	50	50	100
2.	25711	Bangla-1	2	0	2	40	60	0	0	100
3.	25712	English-1	2	0	2	40	60	0	0	100
4.	25911	Mathematics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
5.	25912	Physics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
6.	66711	Basic Electricity	3	3	4	60	90	25	25	200
7.	26811	Basic Electronics	2	3	3	40	60	25	25	150
		Total	15	18	21	300	450	150	150	1,050

Computer Science & Technology (85)

1st Semester

Sl. No.	Subject Code	Name of the Subject	T	P	C	MARKS				Grand Total
						Theory		Practical		
						Cont. Assess	Final Exam.	Cont. Assess	Final Exam.	
1.	21011	Engineering Drawing	0	6	2	0	0	50	50	100
2.	25711	Bangla-1	2	0	2	40	60	0	0	100
3.	25712	English-1	2	0	2	40	60	0	0	100
4.	25911	Mathematics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
5.	25912	Physics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
6.	28511	Computer Office Application	0	6	2	0	0	50	50	100
7.	66711	Basic Electricity	3	3	4	60	90	25	25	200
		Total	13	21	20	260	390	175	175	1000



Electromedical Technology (86)

1st Semester

Sl. No.	Subject Code	Name of the Subject	T	P	C	MARKS				Grand Total
						Theory		Practical		
						Cont. Assess	Final Exam.	Cont. Assess	Final Exam.	
1.	21011	Engineering Drawing	0	6	2	0	0	50	50	100
2.	25711	Bangle-1	2	0	2	40	60	0	0	100
3.	25712	English-1	2	0	2	40	60	0	0	100
4.	25812	Physical Education & Life Skill Development	0	3	1	0	0	25	25	50
5.	25911	Mathematics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
6.	25912	Physics-1	3	3	4	60	90	25	25	200
7.	66711	Basic Electricity	3	3	4	60	90	25	25	200
8.	28611	Human Anatomy and Physiology	2	0	2	40	60	0	0	100
Total			15	18	21	300	450	150	150	1,050



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
পর্ব-পরিকল্পনা : ২০২৩ (মার্চ থেকে জুলাই)
শিক্ষাবর্ষ : ২০২২-২৩

মাস ও সন	কার্যক্রমের বিবরণ (তারিখ ও অনুষ্ঠান)	ছুটির বিবরণ (তারিখ ও উপলক্ষ)	কার্য দিবস	দিবস সংখ্যা			মোট
				ছুটির দিবস			
				শনিবার	রবিবার	অন্যান্য	
মার্চ ২০২৩	১২-৩১ মার্চ, ২০২৩ খ্রি. ১ম পর্ব (সেশন : ২০২২-২০২৩) এবং ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ক্লাস শুরু ও অব্যাহত।	* ১৭ মার্চ, শুক্রবার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস * ২৬ মার্চ, রবিবার, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।	১৩	০৩	০২	০১	১৯
এপ্রিল ২০২৩	০১-৩১ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি. ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ক্লাস অব্যাহত।	* ৯ম এপ্রিল, রবিবার, ইস্টার সানডে। * ১২ এপ্রিল, বুধবার, বৈশাখী উৎসব। * ১৪ এপ্রিল, শুক্রবার, চৈত্র সংক্রান্তি ও পাহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ, ১৪৩০)। * ১৬-২৪ এপ্রিল, বুধবার থেকে সোমবার পবিত্র শব-ই-কদর, জুম্মা'তুল বিদা ও পবিত্র ইদ-উল-কিতর।	১৫	০৪	০৫	০৬	৩০
মে ২০২৩	০২-১০ মে, ২০২৩ খ্রি. ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ক্লাস অব্যাহত রোকে পর্ব সফর পরীক্ষা গ্রহণ। ১১-৩১ মে, ২০২৩ খ্রি. ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ক্লাস অব্যাহত।	* ০১ মে, সোমবার, মহান মে দিবস। * ০৪ মে, বুধসপ্তিকবার, বৌদ্ধ পূর্ণিমা (বেশাখী পূর্ণিমা)।	২১	০৪	০৪	০২	৩১
জুন ২০২৩	০১-১০ জুন, ২০২৩ খ্রি. ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ক্লাস অব্যাহত। ১৪-৩০ জুন, ২০২৩ খ্রি. ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের পর্ব নমায়নী পরীক্ষা গ্রহণ।	* ২৭ জুন, বুধসপ্তিকবার থেকে ৩০ জুন শনিবার, পবিত্র ইদ-উল-আযহা।	১৯	০৫	০৪	০২	৩০
জুলাই ২০২৩	০৩-১৮ জুলাই, ২০২৩ খ্রি. ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের পর্ব নমায়নী পরীক্ষা গ্রহণ। ১৯-২৫ জুলাই ২০২৩ খ্রি. ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ। ২৬-৩১ জুলাই, ২০২৩ খ্রি. ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ পর্বের ক্লাস শুরু ও অব্যাহত এবং ৮ম পর্বের মার্চ সংযুক্তি প্রশিক্ষণ শুরু ও অব্যাহত।	* ০১ জুলাই, শনিবার থেকে ০২ জুলাই, রবিবার, পবিত্র ইদ-উল-আযহা। * ২০ জুলাই, বুধসপ্তিকবার, হিজরী নববর্ষ। * ২৯ জুলাই, শনিবার, পবিত্র আশুবা (মহররম)।	২০	০৪	০৫	০২	৩১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংরক্ষিত ছুটি ০৩ (তিন) দিন।			- ৩			+ ৩	০১
			মোট =	৮৫	৪০	১৬	১৪১

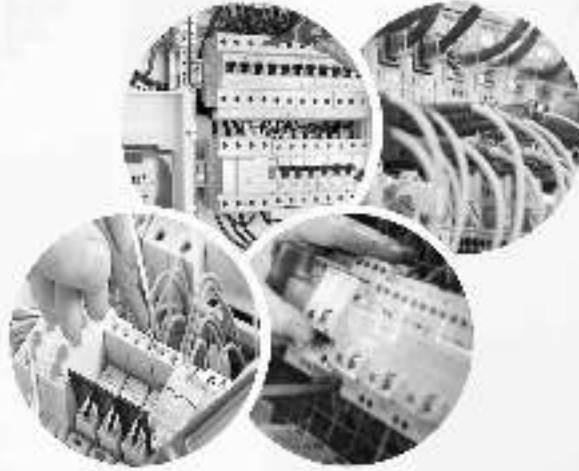
* চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল

সার সংক্ষেপ

কার্যক্রম	তারিখ
১ম পর্ব (সেশন : ২০২২-২০২৩) ৫ম ও ৬ম পর্বের ক্লাস শুরু।	১২ মার্চ, ২০২৩ খ্রি.
১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পর্বের ক্লাস অব্যাহত রেখে পর্ব মধ্য পরীক্ষা গ্রহণ।	০২-১০ মে, ২০২৩ খ্রি.
১ম, ৩য়, ৫ম, ও ৭ম পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ।	১৪ ০০ জুন, ২০২৩ খ্রি. থেকে ০৩-১৮ জুলাই ২০২৩ খ্রি.
১ম, ৫ম ও ৭ম পর্বের ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ।	১৯-২৫ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.

বিজ্ঞ:-

- জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দিবস যথা : * ১৭ মার্চ, শুক্রবার ও স্বাতির পিতা বনবসু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, * ২৬ মার্চ, রবিবার, মহান শাহীমতী ও স্বাতির দিবস প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে সংশ্লিষ্ট দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসটি উদযাপন করতে হবে।
- ২০২২ সালের সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটির সাথে সমন্বয় দেখা।
- লক্ষ্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন বি-বি মোডার্নকে জাতীয় শতাকা উদযাপন করতে হবে।



টেকনোলজি ও বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সিভিল টেকনোলজি

বিভাগের সংক্ষিপ্ত শ্লোগান : “পরিকল্পিত স্থাপনা,
সিভিল ছাড়া হবে না।”

সিভিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের জন্মলাগ থেকেই সিভিল টেকনোলজি চালু আছে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ১ম পর্বে তিনটি গ্রুপে উচ্চ শিক্ষার্থী ৩০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এভাবে ৪ বৎসরে মোট ১২০০ শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য চারটি সপ (প্রাচীর সপ, ম্যাননারি সপ, সার্ভে সপ, উভ সপ) এবং দুটি ল্যাব (সয়েল ল্যাব, ক্যান্স ল্যাব) আছে। বর্তমানে সিভিল টেকনোলজিতে ১ম পর্বে ৩০০ জন, ৩য় পর্বে ২৯৪ জন, ৫ম পর্বে ৩০১ জন, ৭ম পর্বে ২৭৯ জন অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং ১২ জন শিক্ষক ও ১৪ কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

এখানে চার বৎসরে মোট ৮ সেমিস্টারে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সম্পন্ন করা হয় তন্মধ্যে ৭ সেমিস্টার ইনস্টিটিউটে পাঠদান করা হয় এবং ১ (এক) সেমিস্টার বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ম্যাননারি সপে ম্যাটারিয়াল টেস্ট (বাল্ক, সিমেন্ট, ক্রকক্রিট, পাথর, ইট, রত ইত্যাদি) আর সয়েল স্যাবে মাটির সব ধরনের পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষকগণ নিরমিত তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ক্লাশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মেধা মননের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করে থাকেন। বিভিন্ন মোটিভেশনাল লেকচারের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন।

শিক্ষার্থীরা জাতীয় দিবসগুলোতে (খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিতর্ক, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, নৃত্য ইত্যাদি) অংশ গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া কিছু শিক্ষক শিক্ষার্থী রোলারিং কার্যক্রমের সাথে জড়িত থেকে দেশের বিভিন্ন দুর্যোগগ্রস্ত যুহুর্তে নানা রকম সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এখান থেকে পাঠ করা সিভিল ডিপ্লোমা গ্যাজেট দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শ্রেণির (দশম গ্রেডে) পদ মর্যাদায় চাকরী পেয়ে থাকে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সিংহভাগ আমাদের ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। জ্বল, সড়ক, সেতু, রেল, মেট্রোপলিটন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ দেশ ও বিদেশের ছোট বড় সকল বিনির্মাণে আমাদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের অবদান অনস্বীকার্য।

রিয়েল এস্টেট, ইঞ্জিন্ট, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পর্যটন শিল্প, রেমিটেস অর্জনে আমাদের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের অবদান সবচেয়ে বেশি। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ডুয়েটসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ময়মনসিংহ পলিটেকনিকের ছাত্ররা ডুয়েটে পড়ালেখা করে জাপান/অস্ট্রেলিয়া/চীন/কানাডা/আমেরিকা ও ইউরোপে সম্মানের সাথে পিএইচডি করছে যার ফলে গ্রোবাল মার্কেটে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে।



ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি

বিভাগের সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম : “স্মার্ট বাংলাদেশের মূলভিত্তি
নিরবিচ্ছিন্ন ইলেকট্রিসিটি”

ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট একটি বনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী পুরাতন প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চালু হয়। প্রথম পর্যায়ে সিভিল ও মেকানিক্যাল দুইটি টেকনোলজি একটি করে গ্রুপ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে ইলেকট্রিক্যালের একটি গ্রুপ সংযোজন করা হয়।

১৯৮৪ সালে সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিতে আরও একটি করে মোট দুইটি গ্রুপ নিয়ে কার্যক্রম চালু হয়। ২০১৬ সালে সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিতে তিনটি করে গ্রুপ ও অন্যান্য টেকনোলজিগুলোতে দুইটি করে গ্রুপ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এই টেকনোলজিতে ছাত্রছাত্রীদের ১ম পর্ব ১ম শিফটে (A.B.C) গ্রুপে আসন সংখ্যা ১৫০ জন এবং ১ম পর্ব ২য় শিফটে (A.B.C) গ্রুপে ১৫০ জন। বর্তমানে প্রথম পর্বে (৩০০ জন), তৃতীয় পর্বে (২৮৩ জন), পঞ্চম পর্বে (৩৭৬ জন), সপ্তম পর্বে (৩৮৮ জন) শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। ওয়ার্কসপ সংখ্যা ৩টি এবং ল্যাবের সংখ্যা ৩টি। কর্মরত আছেন ১৬ জন শিক্ষক ও ১২ জন কর্মচারী।

ওয়ার্কসপসমূহ : ১. ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সপ ২. ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং সপ ৩. ইলেকট্রিক্যাল মেশিন সপ

ল্যাবসমূহ : ১. বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব ২. অডিও ভিজুয়াল ল্যাব ৩. মাল্টিমিডিয়া ল্যাব

প্রথম সেমিস্টার হতে অষ্টম সেমিস্টার পর্যন্ত চার বছরে এই ডিপ্লোমা কোর্সটি কমপ্লিট করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজিতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যাবতীয় বিষয় প্রথম সেমিস্টার হতে সপ্তম সেমিস্টার পর্যন্ত পড়ানো হয় এবং অষ্টম সেমিস্টার এ ইন্ডস্ট্রিয়াল এটাচমেন্টের জন্য শিল্প কারখানায় ১২ সপ্তাহের বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শিল্প কারখানায় এটাচমেন্ট শেষে আবার ইনস্টিটিউটেও চার সপ্তাহ ব্যাপী ইন্ডস্ট্রিয়াল লিঙ্কেজসহ প্রতিষ্ঠানের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎ আবিষ্কার : আজ থেকে ২৬০০ বছর আগে গ্রিসের মহান দার্শনিক ও পণিতন্ত্র হার নাম ছিল খেলিস। তিনি সর্ব প্রথম পাইন গাছ, যার রস আঠা হয়ে যায় তিনি দেখেন তা শুকনা পাতা, যে কোন পাখির পালক রেশমের উপরে বা বিড়ালের পশমের উপরে কোন বস্তুকে কয়েকবার ঘষলে ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে এখান থেকে বিদ্যুতের আলামত পাওয়া যায়, এরপর ষোলশতকে ইংল্যান্ডের এক ডাক্তার তিনি লক্ষ্য করেন কোন একটি বস্তুর সঙ্গে ঘষলে তার মধ্যে ক্ষমতা চলে আসে তিনি দেখলেন একটি কলমকে চুলে ঘষলে অতঃপর কাগজের কাছে নিয়ে আসলে কাগজের টুকরাদুগলো অটিকে যায় তখন এই শক্তির নাম রাখলেন ইলেকট্রিসিটি।

উইলিয়াম গিলবার্ট ১৫৭০ সালে তিসি বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন।

১৭৫২ সালের জুন মাসে আকাশে বিদ্যুৎ চমকচ্ছিল তখন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়ান ঘড়ির সূতার সঙ্গে একটি লোহার চাবি বেঁধে দেন সে সময় একটি বিদ্যুৎ চমকায় এবং সার্জ স্ট্রোক্ট বা বিদ্যুৎ তার ঘুড়ির উপর পড়ে তখন থেকে সেখান থেকে সূতার মাধ্যমে লোহার চাবি হতে হাতে এভাবে বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়।

১৮০০ সালে আলেকজান্ডার ভোল্টা প্রথম বিদ্যুৎ কোষ তৈরি করেন।



১৮২১ সালে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে চৌম্বকীয় শক্তির উপর কাজ করেন। মেট্রিক আবিষ্কার করেন। ১৮৩১ সালে মাইকেল ফ্যারাডে তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে তাহার তারের একটি কয়েল চুম্বকের সামনে পিছনে নড়ালে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ফ্যারাডের এই নীতিতে জেনারেটর বা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ১৮৭৯ সালে আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন ইলেকট্রিক বাষ্পের আবিষ্কার করেন। নিকোলা টেসলা প্রথম এসি বিদ্যুতের ধারণা দেন। ১৮৮৭ সালে নিকোলা টেসলা এসি জেনারেটর ও এসি মোটর আবিষ্কার করেন বাসা বাড়িতে এসি আজ আমরা ব্যবহার করতেরি তা নিকোলা টেসলার আবিষ্কার এসি কারেন্ট।

বিদ্যুৎ বা তড়িৎ হলো এমন এক ধরণের অদৃশ্য শক্তি যা গতি, আলো, শব্দ এবং রূপান্তরিত শক্তি উৎপাদন করে বিভিন্ন কাজ সাধন করে।

পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান মুক্ত ইলেকট্রনগুলো কোন নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার হারকে কারেন্ট বলে কারেন্টের প্রতীক আই (I) ও একক কুলম্ব বা অ্যাম্পিয়ার এর প্রতীক (A)।

কারেন্টকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (১) এসি (২) ডিসি

এসি : যে কারেন্টের মান এবং দিক সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে অলটারনেটিং কারেন্ট বলে।

ডিসি : যে কারেন্টের মান এবং দিক সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় না তাকে ডিসি কারেন্ট বলে।

অ্যাম্পিয়ার : কোন পরিবাহীর মধ্যদিয়ে এক কুলম্ব চার্জ এক সেকেন্ড সময় ধরে প্রবাহিত হলে উক্ত পরিমাণ চার্জকে এক অ্যাম্পিয়ার বলে।

১। কুলম্ব চার্জ = এক কুলম্ব = 6.28×10^{18} ইলেকট্রন চার্জ।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি?

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হল প্রকৌশলের সেই শাখা যেখানে ইলেকট্রিসিটি, ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক্সের প্রয়োগ শেখানো হয় বা অধ্যয়ন করানো হয়।

প্রশিক্ষিত বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী বৈদ্যুতিক সার্কিট এবং সরঞ্জাম ডিজাইন করেন ও ডেভেলপিং করেন। বড় বড় পাওয়ার প্র্যান্ট ডিজাইন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাজ করেন। ডিজাইনিং, বৈদ্যুতিক মোটর, কম্পিউটার চিপস, অটোমোবাইল, বিমান, রাডার, এ্যারোস্পেস ক্রাফট এবং সব ধরণের ইঞ্জিনের ইপনিশন সিস্টেমসহ ন্যাভিগেশন সিস্টেম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি তৈরির তত্ত্বাবধান করেন।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সুবিধা:

ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় বিশ্বের সেরা বেতনের চাকুরিগুলির মধ্যে একটি। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারগণ সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমেই দ্বিতীয় শ্রেণির পেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারগণ সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাকুরির সুযোগ রয়েছে। তাদের বড় ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ রয়েছে। তারা টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মহাকাশ প্রযুক্তি অনেক সেক্টরে কাজ করতে পারেন।

মেকানিক্যাল টেকনোলজি

বিভাগের সহকর্ত্ত প্রোগ্রাম : “মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের অবদান

উন্নত প্রযুক্তি, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রদান।”

বিভাগের সহকর্ত্ত পরিচিতি : Mother of all engineering is mechanical engineering. (সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এর জননী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ মহাসাগরের তলদেশ থেকে সুন্দর মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি প্রাচীনতম ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কার্যক্রম : স্থিতি ও গতিবিদ্যা, পদার্থের গঠন ও দৃঢ়তা, পরিমাপ ও ইন্সট্রুমেন্টেশন, তপগতিবিদ্যা, তাপের প্রবাহ, শক্তির রূপান্তর, শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রবাহীর বলবিদ্যা, উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি, তরল গতিবিজ্ঞান, বায়ু গতিবিজ্ঞান, প্রকৌশল পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল, প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা, মেকট্রনিক্স, মেটাল কাটিং, মোটর যান নির্মাণ, কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন এনালাইসিস এন্ড ড্রাফটিং প্রকৃতির বিশদ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে ১ম পর্বে ২০০ জন, ৩য় পর্বে ১৯৩ জন, ৫ম পর্বে ২৩৫ জন, ৭ম পর্বে ২৬৮ জন অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং ১৬ জন শিক্ষক ও ১২ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

শিক্ষকদের কৃষিকা : শিক্ষা প্রতিয়াকে বিশ্লেষণ করে সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করে আধুনিক শিক্ষাপ্রকরণের সাহায্যে যন্ত্র ভিত্তিক শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার্থীর মাঝে বোধগম্য করে শিখন সহায়ককরণ।

বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রকৌশল ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ, কৌতূহলী এবং অনুসন্ধানী করা।

শিক্ষাপ্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্র ভিত্তিক শিক্ষাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত এবং উৎকর্ষ গুরে নিয়ে যেতে প্রয়াসী করা।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত : ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ে সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার গঠনের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরে ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অর্জনের পর ১০ম গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্ত্তা হিসেবে চাকরিসহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টিটিসি ও টিএসসিতে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর হিসেবে শিক্ষকতা করতে পারে। দেশের বাইরেও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপক চাহিদা। পছন্দমত ব্যবসা এবং কনসালটেন্টের মাধ্যমেও স্বাবলম্বী হতে পারে। এফ্রি লেভেলে চাকরি শুরু করলেও নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রমোশনের মাধ্যমে অগ্রগতি বনে এক সময় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে আহরণ করা সম্ভব।

উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আধুনিক টেকনোলজির ব্যবহার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমাদের দেশসহ বিশ্বের সকল দেশেই চাকরির বাজারে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদাও বেড়েই চলেছে। সুতরাং দেশের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার হতে পারে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

বিশেষ কোর্সের নাম : এলাইড গ্রুপ / মেক আপ কোর্স (মেকানিক্যাল), ৬ মাস মেয়াদি (৩৬০ ঘন্টা) সর্ট কোর্স (ওয়েল্ডিং)

আরটিও বিবরণ : মেশিন সপ গ্র্যাকাটস, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন।

ল্যাবরেটরির বিবরণ : ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং ল্যাব, মেশিনসপ, মেটালসপ, ওয়েল্ডিংসপ, ক-উল্টিমসপ।

বিভাগের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ : DUET, IUT, TTTC, SUST সহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

কর্মক্ষেত্র : PDB, DESCO, PGCB, NESCO, APSEL, NPPL, Polytechnic, TSC সহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

সাক্ষ্য : উল্লেখযোগ্য হারে DUET, IUT, TTTC সহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ এবং PDB, DESCO, PGCB, NESCO, APSEL, NPPL, Polytechnic, TSC সহ উন্নয়নমূলক সংস্থা ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠানে চাকরি রত।

সহশিক্ষা কার্যক্রম : বিতর্ক, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ।



পাওয়ার টেকনোলজি

বিভাগের সর্বাঙ্গিক প্রোগ্রাম : “পাওয়ার টেকনোলজি পড়লে,
যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সেটরে চাকরি মেলে।”

বিভাগ/টেকনোলজির সর্বাঙ্গিক পরিচিতি, কার্যক্রম, শিক্ষকদের ভূমিকা ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ :
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যে সাতটি টেকনোলজি নিয়ে বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে তার মধ্যে পাওয়ার টেকনোলজি অন্যতম। এই টেকনোলজিতে অধ্যয়নকালে একজন শিক্ষার্থীকে (ক) অটোমোবাইল ইঞ্জিন এন্ড পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম ও বডি বিল্ডিং। (খ) স্টিম জেনারেশন (বয়লার), স্টিম ইঞ্জিন ও স্টিম টারবাইন, গ্যাস টারবাইন (গ) সকল ধরনের পাওয়ার প্লান্ট, পাওয়ার ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, ইলেকট্রিক জেনারেটর ও মেটর। (ঘ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং (ঙ) পাম্পস, হাইড্রলিক মেশিন, ফ্লুইড মেকানিক্স ও এয়ার কম্প্রেশন, লিফটিং ট্যাক্স, হয়েস্টস, হাইড্রলিক প্রেস, হাইড্রলিক জেন (চ) কৃষি যন্ত্রপাতি ও মেশিনারি। (ছ) ওয়েল্ডিং, সোল্ডারিং, ব্রেজিং, মেশিন টুলস অপারেশন ইত্যাদি প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করতে হয়। পাওয়ার টেকনোলজি থেকে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে, প্রাইভেট অর্গানাইজেশন, এনজিও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ক্ষেত্র বিশেষে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ছাড়াও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে নিয়োগ পেয়ে থাকে। এছাড়াও দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে গদপূর্ত বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী লিঃ, পেট্রো বাংলাদেশ অধীনে প্রতিষ্ঠানসমূহে, ওয়াসা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হুত এন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, বি.এ.ডি.সি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিটিসিএল। বেসরকারি পর্যায়ে সকল প্রকার অটোমোবাইল সেটর, পাওয়ার জেনারেশন সেটর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রক্যাডশন, সেটর, রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং সেটর ইত্যাদি

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ও ২০২২ প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল টেকনোলজির সাথে এলইড করে পাওয়ার টেকনোলজির সিলেবাস প্রদানের কারণে পাওয়ার টেকনোলজির পাশাপাশি মেকানিক্যাল টেকনোলজিরও সনদ পাবে। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল উভয় টেকনোলজিতেই পারদর্শী হয়ে থাকে। এই টেকনোলজি থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ বিদেশে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে চাকুরী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে শক্তিশালী জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠনে অবদান রাখছে।

বর্তমানে পাওয়ার টেকনোলজিতে ১ম পর্বে ২০০ জন, ৩য় পর্বে ১৬২ জন, ৫ম পর্বে ১৮৬ জন, ৭ম পর্বে ২৫২ জন অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং ১৩ জন শিক্ষক ও ১৬ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

পাওয়ার টেকনোলজির শপ ও ল্যাবসমূহ :

১. হিট ইঞ্জিন ল্যাব
২. অটোমোবাইল শপ
৩. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন শপ
৪. হাইড্রলিক ল্যাব

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি

বিভাগের সর্বাঙ্গিক প্রোগ্রাম : “ইলেকট্রনিক্সের অঙ্গীকার,
৪র্থ শিল্প বিপ্লবে দেশ গড়ার অংশীদার।”

বিভাগের সর্বাঙ্গিক পরিচিতি : ৩য় শিল্প বিপ্লব (3IR) এবং ৪র্থ শিল্প (4IR) বিপ্লবের সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অংশীদার হিসাবে ১৯৯৫ সালে ময়মনসিংহ পলিটেকনিকে ইলেকট্রনিক্স বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

কার্যক্রম : ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি (৪ বছর মেয়াদী কোর্স)।

শিক্ষকদের ভূমিকা : শিক্ষাই জ্ঞাতির মেরুদণ্ড। একটি জ্ঞাতির উন্নয়নে শিক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঠিক তেমনভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিহার্য। একজন শিক্ষকই পারে ছাত্রদের সঠিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে। আমাদের ইলেকট্রনিক্স বিভাগের অন্যতম শিক্ষকগণ বিটিইবি কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান এবং সিলেবাসের আলোকে ছাত্রদের সঠিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাসে হাতে-কলমে বাস্তব সম্মত জ্ঞান প্রদান করে থাকে যা তাদেরকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের সুন্দর জীবন গড়ার জন্য নৈতিক শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের সর্বদা অগ্রহী।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ : “কারিগরি শিক্ষা নিলে দেশ-বিদেশে চাকুরি মিলে।”

আর এই কারিগরি শিক্ষার অন্যতম একটি টেকনোলজি হলো ইলেকট্রনিক্স। একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার যেমনভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিপিডিবি, বাংলাদেশ নেভি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে পারে ঠিক তেমনভাবে PGCB, EGCB, DESCO, BTCL ইত্যাদির মত স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানেও তাদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারে। তাছাড়াও একজন দক্ষ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার বিদেশেও উচ্চ বেতনে চাকুরি করতে পারে। ইলেকট্রনিক্যাল শিক্ষাক্রমে গ্রাজুয়েট, ইলেকট্রনিক্যাল বা সমমানের সরকারি চাকুরির পদগুলোতে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে উদ্যোক্তা হিসাবে সমাজে সফলভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজিতে ১ম পর্বে ২০০ জন, ৩য় পর্বে ১৭২ জন, ৫ম পর্বে ২১১ জন, ৭ম পর্বে ১৬৯ জন অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং ১৬ জন শিক্ষক ও ১২ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

ল্যাবরেটরি বিবরণ :

ইলেকট্রনিক্স বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি রয়েছে। ল্যাবগুলো হলো :
(১) ইলেকট্রনিক্স সার্কিট ল্যাব (২) গ্র্যাডভাল ইলেকট্রনিক্স ল্যাব (৩) মাইক্রোপ্রসেসর এন্ড ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ল্যাব।

MDEL (Microcontroller & Digital Electronics LAB)

৪র্থ শিল্প-বিপ্লবের তালে তাল মিলিয়ে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রনিক্স বিভাগে রয়েছে PLC ট্রেনার সম্বলিত অত্যাধুনিক ল্যাব। ল্যাবে উল্লেখযোগ্য ট্রেনারসমূহ হলো-

- * Camera Positioned Auto Leveling Tool change Double Layer PCB Maker
- * FDM Single Head additive manufacturing center
- * PNEUMATICS Training System
- * Multiple PLC Trainer



- * Mechatronics Training System
- * Hydraulic Training system

AEL (Advanced Electronics Lab)

বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার আর ডিজিটাল ডিভাইসের সমন্বয়ে তৈরি ALC ল্যাবে। এই ল্যাবের অন্যতম ডিভাইসগুলো হলো-

- * ID Card Printer Machine
- * ECO Solvent Printer
- * Multi-parameter patient Monitor
- * A3 UV Printer
- * Laser Cutting Engraving Machine etc.

ECL (Electronics and Circuit) LAB

বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ইকুপমেন্ট সমৃদ্ধ ল্যাব হলো ECL ল্যাবে। এই ল্যাবের উল্লেখযোগ্য ইকুপমেন্টগুলো হলো-

- * Various DC power supply
- * Function Generator
- * Vacuum Cleaner
- * 14" colour Television
- * Digital Frequency counter
- * Digital Multimeter
- * Logic Trainer
- * Oscilloscope
- * Multimeter projector
- * Laser Printer
- * Microwave etc.

বিভাগের উচ্চশিক্ষার সুযোগ : ইলেকট্রনিক্স বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বা সমমানের ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে গ্রাজুয়েশন বা উচ্চতর গবেষণাও করতে পারবে।

কর্মক্ষেত্র : সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন-বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিপিডিবি, বাংলাদেশ মেডি, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইত্যাদিতে প্রকৌশলী পদে সরাসরি ১০ গ্রেডের নিয়োগসহ বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে রয়েছে উন্নত কর্মব্যবস্থা। শ্রমতৃপ্তাসিত প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার সুবিধা। এছাড়াও ইলেকট্রনিক্স-এর জন্য রয়েছে হাই-স্টেক পার্কে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ।

সাফল্য : “বর্তমান যুগ ইলেকট্রনিক্সের যুগ।”

প্রথম ইলেকট্রনিক যন্ত্র ছিল থার্মোনিক ডায়নাম বা ডায়নাম টিউব, যার স্তরের শূন্যস্থানে ইলেকট্রনগুলি ফুটোফুটি করে এবং এটি বেতার, টেলিভিশন, রাতার ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মতো উদ্ভাবনগুলির প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অধিকাংশ ডিভাইসই হলো ইলেকট্রনিক্স। আমাদের ইলেকট্রনিক্স বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থীদের আজ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে শুরু করে বিভিন্ন কোম্পানির ম্যানেজার হিসাবে অধিষ্ঠিত আছে এই বিভাগের অ্যাসামানাইরা।

সহশিক্ষা কার্যক্রম : শিক্ষার্থীদের বাস্তবিক জ্ঞানবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরই আয়োজন করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল টুরের। এছাড়াও রয়েছে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কালচারাল ও সরকারি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ।

কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি

বিভাগের সংক্ষিপ্ত শ্লোগান : “যুগের সাথে চলতে চাই,

কম্পিউটার পেছায় বিকল্প সাই।”

বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে ২০০২ খ্রি: থেকে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে “কম্পিউটার টেকনোলজি নামে নতুন একটি টেকনোলজি যাত্রা শুরু করে। এই টেকনোলজিতে ৪ (চার) বছরের ডিপ্লোমা-ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হয়। এই টেকনোলজির শিক্ষকদের আন্তরিকতা এবং অতিযত্নসহকারে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষাসহ কম্পিউটার সাইন্সের যাবতীয় বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রদান করে থাকে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে এবং নিজেকে বহুমুখী কর্মস্থানের সাথে নিয়োজিত রাখতে কম্পিউটার টেকনোলজি অনন্য ভূমিকা পালন করবে। শুধু তাই নয় অর্থনৈতিকভাবে নিজের দেশকে সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ার প্রত্যয়ে কম্পিউটার টেকনোলজি অপরিহার্য। নিজেকে একজন আইটি এক্সপার্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ওবে ডেভেলোপার, হিলাপসার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন এই টেকনোলজির মাধ্যমে। এটির মাধ্যমে আপনি নিজে যেমন আত্মনির্ভরশীল হতে পারবেন তেমনি চাইলেই বিভিন্ন জব প্রতিষ্ঠানেও নিজের সুন্দর ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন।

বর্তমানে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে ১ম পর্বে ২০০ জন, ৩য় পর্বে ১৭৬ জন, ৫ম পর্বে ২০৫ জন, ৭ম পর্বে ১৯৬ জন অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং ১৬ জন শিক্ষক ও ১২ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

ল্যাবরেটরির বিবরণ : (১) হার্ডওয়্যার ল্যাব (২) সফটওয়্যার ল্যাব (৩) নেটওয়ার্ক ল্যাব (৪) মোবাইল অ্যাপস এন্ড গেইম টেস্টিং ল্যাব

বিভাগের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ : শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি কোর্স সম্পন্ন করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়ে থাকে, এছাড়াও উন্নত বিশ্বে কম্পিউটার টেকনোলজিতে বিভিন্ন কোর্স করার সুযোগ রয়েছে।

কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজির চাকরির সুযোগ সুবিধানমূহ

১. Computer Software Company গুলোতে Assistant Programmer পদে চাকরির সুযোগ আছে।
২. সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের Hardware Engineering and Assistant Networking Administrator পদে প্রচুর চাকরির সম্ভাবনা আছে।
৩. ব্যাংকগুলোতে Maintenance and IT Officer পদে চাকরির সুযোগ আছে।
৪. বিভিন্ন Print Media and Electronics Media-তে Graphics Designer, Hardware Engineering, Animation, Programmer and Network Engineering পদে চাকরির সুযোগ আছে।
৫. মোবাইল কোম্পানি ও ওয়ারহাউস কোম্পানিতে প্রচুর চাকরির সুযোগ রয়েছে।
৬. সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিকগুলোতে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে ইন্সট্রাক্টর পদে ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে ইন্সট্রাক্টর পদে অসংখ্য চাকরির সুযোগ রয়েছে।
৭. এছাড়াও অনলাইনে আউটসোর্সিং এর অনেক সুযোগ রয়েছে।

সাক্ষ্য : আধুনিক বিশ্বে যে দেশ কম্পিউটার বা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যত উন্নত, সে দেশ ততই বেশি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। গত দশক থেকে আমাদের দেশেও কম্পিউটারাইজেশনের কার্যক্রমে বিপ্লবী পরিবর্তন শুরু হয়েছে। শিল্প সাহিত্য ব্যাংক বীমা শিল্প ও করখানাগুলোতে অধিক হারে কম্পিউটারের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যে কোন খরচের ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে তথ্য সংরক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কম্পিউটার আবশ্যিক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ছে। যার প্রেক্ষিতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।



ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজি

বিভাগের সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম : “ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের অবদান
ই-স্বাস্থ্য সেবা খাতের প্রাণ।”

বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ২০০৬ সালে প্রথম ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজি উত্তম শিফট চালু হয়। ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজি মূলত ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ম্যাকানিক্যাল এর সমন্বয়ে গঠিত একটি সার্বজনীন। এ বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় ৩০৭নং বিভাগীয় প্রধানের কক্ষ হতে। এই বিভাগে ২টি ল্যাব রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা ডিপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ সকল ব্যবহারিক কার্য সম্পন্ন করে থাকে। ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজিতে ১ জন চিফ ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান, ৩ জন জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (স্টেপ), ৫ জন ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর এবং ১ জন অফিস সহায়ক রয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ স্বাধীনভাবে পাঠদান করেন। বর্তমানে ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজিতে ১ম পর্বে ২০০ জন, ৩য় পর্বে ১৪৯ জন, ৫ম পর্বে ১৪০ জন, ৭ম পর্বে ১০৯ জন অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং ৪ জন শিক্ষক ও ৬ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট প্রস্তুত করেন। সঠিকভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পাঠদান সম্পন্ন, মোটিভেশনের মাধ্যমে পাঠদানের উন্নতি, ক্লাসটেস্ট ও কুইজ টেস্টের মাধ্যমে পাঠদান যাচাই, সার্বিক মূল্যায়নসহ ফাইনাল ইয়ারে ট্রেনিং সংক্রান্ত লিস্ট তৈরি, সিটি প্রেরণ, ট্রেনিং পর্যালোচনা অর্থাৎ ট্রেনিং এর যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করাসহ ছাত্র-ছাত্রীরাে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ধরনের সমস্যা সমাধানে শিক্ষকগণ সর্বদা সচেষ্ট। শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহায়তায় মমতাময়ী শিক্ষকদের অবদান অপরিমিত। শিক্ষকদের ব্যবহারিক কার্য সম্পাদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট টেকনোলজির ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরগণও যথেষ্ট যত্নবান। শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনায় শিক্ষকগণের পশাপাশি টিআরপন যথেষ্ট সতর্ক ও যত্নবান।

২০০৬ সাল থেকে ২০১৬ প্রবিধান ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল প্রবেশাধীন্দের চাকুরির প্রসার শুধুমাত্র সরকারি ও সেরকারি হাসপাতালে হলেও বেসরকারি কোম্পানীগুলোতে বেশি চাহিদা রয়েছে। ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারগণ ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত পড়াশোনা করার পরেও ইলেকট্রিক্যাল বিষয় ভিত্তিক চাকুরিতে আবেদন করতে পারতো না। বর্তমানে যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি হচ্ছে মাদার টেকনোলজি সেহেতু ২০২২ সালের প্রবিধান অনুযায়ী শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করে শিক্ষার্থীরা ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজির পাশাপাশি এলাইভ কোর্স সম্পন্ন করে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির সনদ প্রাপ্তি ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলোতে আবেদন করতে পারবে। নতুন প্রবিধান ও মেকআপ কোর্স সম্পন্ন করার কলে চাকুরির বাজারে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

আরটিও বিবরণ :

- ১) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
- ২) ময়মনসিংহ কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
- ৩) আই.ডি.ই.বি, কাকদাইল, ডিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০।
- ৪) হেলথ কেয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
- ৫) স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল সিস্টেম, শেখরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
- ৬) বারোমেড টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিস, আবুগায়া, গুয়ারগোস গেট, ফুলবাড়ীয়া রোড, সন্দর, ময়মনসিংহ।



ল্যাবরেটরি বিবরণ :

ইলেকট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজিতে আধুনিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার, কার্যপ্রণালী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে শেখানো হয়। প্রাচীন যুগে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিক বায়োমেডিক্যাল যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য ছাড়া কল্পনা করা যায় না। ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইলেকট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজিতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কার্য সম্পাদন করার লক্ষ্যে ২টি প্রায় বর্ষব্যাপী বেসিক ইলেকট্রো মেডিক্যাল ল্যাব ও মর্ডার্ন ইমেজিং ল্যাব রয়েছে। এই টেকনোলজির ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক সব প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্র যেমন-ইসিজি মেশিন, ইইজি মেশিন, ইন্টারজি মেশিন, এলজি মেশিন, সিটি স্ক্যান, এমআরই মেশিন, পেসমেকার, বেবি ইনকিউবেটর, বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজার, হরমোন এনালাইসিস, ইলেকট্রনিক্স মাইক্রোস্কোপ, আইসিইউ ও সিসিইউ যন্ত্রপাতি, পিএইচ মিটার ব্লাড সেল কাউন্টার অডিও মিটার, সেক্সিফিকড মেশিন, ক্যালারিমিটার, ইলেকট্রনিক্স ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপ, বিভিন্ন প্রকার ট্রান্সডিউসার, থার্মিস্টর, থার্মোকপল, বিভিন্ন প্রকার সেলার, ব্লাড ফ্লো মিটার, ওটি লাইট, ওটি স্টেবল, হোসোস ইটোমিটার, ইনহেলার, নেবুলাইজার, সিএটি স্ক্যানার, এসডব্লিউডি মেশিন, ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক থেরাপি ও ডেন্টাল সম্পর্কিত যন্ত্রাদি, পেশেন্ট মনিটর, ডায়াগনস্টিক মেশিন, অসিলোস্কোপ, মাইক্রোপ্রসেসর, মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রভৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে।

বিভাগের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ :

চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রো মেডিক্যাল টেকনোলজিতে শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ডুয়েট, ঢাকা প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, কুষ্টিয়ার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, এছাড়া খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এমএসসি, রাজশাহীতে তর্জি পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স এর উপর বি.এসসি এবং এম.এসসি ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের বিদেশ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও ডিপ্লোমা শিক্ষা সম্পন্ন করে সাতার গণবিশ্ববিদ্যালয় হতে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর বি.এসসি ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে রিসার্চ ও ফেল্লোশিপ এর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ভারত, ইউএসএ, কানাডা সহ অন্যান্য দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উচ্চ শিক্ষার।

কর্মক্ষেত্র :

ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রো মেডিক্যাল) পদ সৃষ্টি সহ পদায়নযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিভাগসমূহ :

- * স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- * স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)
- * ঊষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
- * সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- * জেলা সদর হাসপাতাল
- * উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- * হাসপাতাল (জাতীয় সংসদ ভবন)
- * সি.এম.এইচ. (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী)



- * ডিমিউ (ডিস্ট্রিক ইলেকট্রো মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট মেইনটেনেন্স ওয়ার্কশপ)
- * সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
- * নিমিউ এন্ড টিসি
- * বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
- * কেন্দ্রীয় পুলিশ হোসপাতাল (সি.এম.এস.ডি)
- * এয়ারপোর্ট কাস্টমস
- * সি পোর্ট (কাস্টমস)
- * বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সাফল্য : ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে পাশকৃত ইলেকট্রো মেডিক্যাল প্রকৌশলীগণ অনেকে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরসহ অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইইই-তে বি.এসসি ও এম.এসসি পড়াশোনা সম্পন্ন করে অনেক ভালো ভালো চাকুরিক্ষেত্রে কর্মরত আছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতেও অনেকে কর্মরত রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেকে দেশের বাইরে অবস্থান করছে।

এছাড়াও অনেকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে ২য় শ্রেণির জব সেটরে রয়েছে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহে শিক্ষক হিসেবেও অনেকে ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারপদ কর্মরত রয়েছেন। বি.এসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেও অনেকে শিক্ষকতার মত মহান পেশায় নিয়োজিত আছেন।

সহশিক্ষা কার্যক্রম : ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর ক্রিসাফিং, ফটোশপ, আউটসোর্সিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করতে পারে। স্কাউটিং, ডিবেটিং ক্লাব, হ্রাদ ডোনার ক্লাবসহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ক্রিকেট, হস্টেল, বাস্কেটবল, তলিবনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।



নন-টেক বিভাগ

বিভাগের সংক্ষিপ্ত শ্লোগান : “মানবিক-কলা-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
দক্ষতা অর্জনে সোনার বাংলার সমৃদ্ধি।”

বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন টেকনোলজিতে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করে থাকে। প্রকৌশল জ্ঞান লাভ করার পাশাপাশি তাদেরকে বিশেষ কিছু বিষয়ে, যেমন: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, হিসাব বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস অর্গানাইজেশন এন্ড কমিউনিকেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, এন্টারপ্রিনিশ্বরশীপ পড়ানো হয়। এসব সাধারণ বিষয় পড়ানোর জন্য নন-টেক বিভাগ নামে শ্রদ্ধাক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একটি বিভাগ চালু হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। পদার্থ, রসায়ন ও গণিত অধ্যয়ন ব্যতিত প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠদানের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। ব্যবস্থাপনা পাঠদানের মাধ্যমে শ্রমিক, শিল্প-কারখানা ও অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে। এন্টারপ্রিনিশ্বরশীপ পাঠদানে উদ্যোক্তা, আত্মনির্ভরশীল এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নন-টেক বিভাগের শিক্ষকগণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ক্লাস গ্রহণ ছাড়াও অন্যান্য দার্শনিক, প্রশাসনিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, নন-টেক বিভাগের সকল টেকনোলজির সকল পর্ব, শিফট ও গ্রুপে ক্লাস রয়েছে। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে ইনস্টিটিউটের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথেই নন-টেক বিভাগের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বর্তমানে নন-টেক বিভাগে দক্ষ, যোগ্য ও উচ্চ শিক্ষিত ২৩ জন শিক্ষক এবং ৬ জন কর্মচারী রয়েছে।

ল্যাবরেটরি বিবরণ : ৩টি অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাব রয়েছে। ল্যাবসমূহ হলো: ১। পদার্থ ২। রসায়ন ও ৩। গণিত

সাক্ষ্য : নন-টেক বিভাগের বিষয়গুলো পাঠদানের মাধ্যমে একজন দক্ষ, মানবিক যুগোপযোগী প্রযুক্তিবিদ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সহশিক্ষা কার্যক্রম : ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট, রোভার স্কাউট, বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ সকল প্রকার কো-কারিকুলাম একাটিটিস এর সাথে জড়িত।



বিভিন্ন ল্যাব ও সশপে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ



বিভিন্ন সশপে বিভিন্নর টেস্টে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



মাঠে শর্বায়ে সার্ভেয়িং কাজে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



ইলেকট্রিক্যাল প্রোগ্রামিং সশপে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সশপে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



মেশিন সশপে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



মেশিন সশপে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



অটোমোবাইল সশপে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



ডিট ইঞ্জিন সশপে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



প্রসপেক্টাস

বিভিন্ন ন্যাবে ও সপে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ



এমডিইএন ন্যাবে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



অজিত সিদ্ধিক্যান ন্যাবে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



সেটওয়ার্কিং ন্যাবে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



হার্ডওয়্যার ন্যাবে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



ইলেকট্রো মেডিকেল ইমিটিং ন্যাবে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



বেসিক ইলেকট্রো মেডিকেল ন্যাবে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



ফিজিক্স ন্যাবে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



কেমিস্ট্রি ন্যাবে কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত কার্যক্রমসমূহ...



১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর অশেষ শকাবর্ধন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা



মহান শহীদ সিরাজুল ইসলামের জন্মদিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুস্তক বিতরণ



জায়া শহিদাউল্লাহ স্মরণীয় উদ্দেশ্যে শহীদ মিনারে শুল্কপত্র অর্পণ



৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ডাকঘরের উদ্বোধন আলোচনা সভা



১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে আলোচনা, স্মরণীয় ও পুস্তক বিতরণ



বীর মুক্তিযোদ্ধার কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের স্মরণীয় ও আলোচনা সভা



২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুস্মরণীয় শুল্কপত্র অর্পণ



স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা



প্রসংগ

ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত কার্যক্রমসমূহ...



স্বাস্থ্যবিভাগ বর্ধমান জেলা প্রশাসন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী



ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ দিবসে আলোচনা সভা



শেখ কামাল-এর জন্মদিনে স্মৃতিস্তম্ভ ও শ্রুতপত্রক অর্পণ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুল হকের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে অর্পণ সভা



১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর শতিকৃতিতে শ্রুতপত্রক অর্পণ



বঙ্গবন্ধুর জীবন-আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা ও শামাধর্ষিত শ্রবণ



ক্রীড়া ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও রক্তদান কর্মসূচি



শেখ হাসিনা স্মরণে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী



ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত কার্যক্রমসমূহ...



১৪ ডিসেম্বর শহিদ মুজিবীর্ষী দিবসে আলোচনা সভা



১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে আলোচনা সভা ও ধার্মিকায়িত্ব ওপর আলোচনা



বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ



মহান বিজয় দিবসে টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী



পাকিস্তানি সেনা-ই-বিলাসুয়বী (সাব) উপদলকে আলোচনা সভা ও দিলাস মাহফিল



মোবাইল অ্যাপস এবং গেম টেস্টিং স্ক্যান প্রকল্প উদ্বোধন ও আলোচনা সভা



জাতীয় উদ্ভাটন কৌশল বিষয়ক আলোচনা সভা



৪র্থ শিক বিদ্যেবে চালাক মোকামের করণী বিষয়ক বক্তৃতকালে বীরক বক্তাভাষণ সভা



প্রসংগেষ্ঠাস

ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত কার্যক্রমসমূহ...



অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা-২০২২



শেখ ও অধ্যাপক হাছানুর রাহমানের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সভা



বর্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে কর্মশালা



শিক্ষক নিয়ম-২০২২ প্রস্তাবনা উপস্থাপনা আলোচনা সভা



সুশীতি প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা



কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ এর স্মারক



কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২২ এর সেমিনার



কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহে ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউট কর্মশালা পরিচালনা



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ



ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত কার্যক্রমসমূহ...



অধিবেশন ও বৃত্তান্তিক শিল্প সপ্তাহ-২০২২ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এক দৃশ্য



বার্ষিক অধিবেশন ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০২২ এর উদ্বোধন



বার্ষিক অধিবেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে 'বেশন শুল্ক' উদ্দেশ্যে গাছ লাগানো



বার্ষিক অধিবেশন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী-২০২২ উপলক্ষে সভাপতির বক্তব্য



বার্ষিক অধিবেশন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী-২০২২ এর স্টেজ প্রতিযোগিতা



বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী-২০২২ এর স্টেজ বিতরণ



বার্ষিক অধিবেশন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গাছ লাগানোর উদ্দেশ্যে গাছ লাগানো



বার্ষিক অধিবেশন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গাছ লাগানোর উদ্দেশ্যে গাছ লাগানো



প্রসংগ

ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত কার্যক্রমসমূহ...



বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ-২০২২ এর সঙ্গীত পরিকল্পনা প্রদর্শন



বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ-২০২২ উপলক্ষে প্রদত্ত সঙ্গীত বিভাগের সেরা পুরস্কার বিতরণ



রোজার ও গার্ল-ইন রোজার নামের বইখানা প্রদর্শনের প্রদর্শন



রোজার কাউন্সিলের মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষে শীতকালীন বিতরণ



পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান-২০২২



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বই জরিপ-২০২২



মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কবীর-এর স্মরণ



শেখ হাসিনা মেমোরিয়াল-এর প্রদর্শন



ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

